কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

সূচি

বিন্দুচিহ্ন বসিয়েছি। পাণ্ডুলিপিটি আজ প্রকাশ করলে মার্কস নিজেও তাই করতেন। কোনো কোনো জায়গায় ভাষার উগ্রতা এসেছিল দুটি অবস্থার কারণে। প্রথমত, মার্কস ও আমি অন্য যে কোনো আন্দোলনের তুলনায় জার্মান আন্দোলনের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলাম; তাই এই খসড়া কর্মসূচিতে সন্দেহাতীতভাবে যে পশ্চাদগামী পদক্ষেপ প্রকট হয়ে উঠল, তাতে আমরা বিশেষভাবে বিচলিত হতে বাধ্য। এবং দ্বিতীয়ত, সে সময়, আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের (৫) পরে তখন সবে দু'বছর কেটেছে, বাকুনিন ও তাঁর নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে অতি প্রচণ্ড সংগ্রামে আমরা জড়িয়ে ছিলাম। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে যাকিছু ঘটেছে তার সবকিছুর জন্যই তারা আমাদের দায়ী করছিল; সুতরাং এই কর্মসূচির গোপন পিতৃত্বের দায়ও আমাদের ওপরই চাপিয়ে দেওয়া হবে একথা আমাদের ধরে নিতে হয়েছিল। এই কথাটা আজ আর বিবেচ্য বিষয় নয়; তাই উক্ত অংশের প্রয়োজনীয়তা আর নেই।

ছাপাখানা সংক্রান্ত আইনের (Press Law) দরুনও কয়েকটি বাক্যকে কেবল পর পর বিন্দুচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় আমাকে যে অপেক্ষাকৃত নরম ভাষা ব্যবহার করতে হল, সেগুলিকে সমকোণ বন্ধনীর মধ্যে দেখিয়েছি। এছাড়া সর্বক্ষেত্রে মূলপাঠের প্রতিটি শব্দ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

লণ্ডন, ৬ জানুয়ারি, ১৮৯১

ফ্র. এঙ্গেলস

Die Neue Zeit, Bd. 1
পত্রিকার ১৮৯০-১৮৯১-এর
১৮ নং সংখ্যায় প্রকাশিত

উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ অনুসারে
মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

চেয়ে বেশি। তাই আইজেনাখ কর্মসূচি **অতিক্রম করে** যাওয়া যদি সম্ভব না হয়ে থাকে — এবং তখনকার অবস্থায় সত্যিই তা সম্ভব ছিল না — তাহলে উচিত ছিল সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কেবল একটি চুক্তি করা। মূলনীতির কর্মসূচি (বেশ কিছুকাল মিলিত কাজের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে) রচনা করার ফলে গোটা দুনিয়ার সামনে এমন কতকগুলি নির্দেশক চিহ্ন দেওয়া হল যা দিয়ে লোকে পার্টির আন্দোলনের স্তরকে পরিমাপ করবে।

ঘটনাচক্র বাধ্য করেছিল বলেই লাসালীয় নেতারা আমাদের কাছে এসেছিলেন। মূলনীতি নিয়ে কোনো দরাদরি চলবে না, একথা গোড়াতেই তাঁদের বলে দিলে, শুধু সংগ্রামের একটা কার্যক্রম বা মিলিত কাজের জন্য সংগঠনের একটি পরিকল্পনা নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে **হত**। তার বদলে তাঁদের ম্যাণ্ডেটে সুসজ্জিত হয়ে আসতে দেওয়া হল, নিজেদের পক্ষ থেকে, সেইসব ম্যাণ্ডেটকে অবশ্যমান্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হল, এবং এইভাবে যাঁদের নিজেদেরই সাহায্য দরকার তাঁদের কাছেই করা হল বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ। আর সবচেয়ে চমৎকার হল এই যে, ওঁরা **আপোস কংগ্রেসের আগেই** ওঁদের এক কংগ্রেস করে আসছেন, অথচ নিজেদের পার্টির কংগ্রেস হচ্ছে শুধু post festum*। এখানে স্পষ্টতই ছিল সমস্ত সমালোচনার কণ্ঠরোধ করার, নিজেদের পার্টিকে চিন্তা করার পর্যন্ত কোন সুযোগ না দেবার একটা ইচ্ছা। মিলনের ঘটনাটুকুই শ্রমিকদের কাছে সন্তোষপ্রদ, একথা সুবিদিত। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী সাফল্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হচ্ছে না একথা ভাবা ভুল।

তাছাড়া, কর্মসূচিতে যে লাসালীয় আপ্তনীতিকে পূজনীয় করে তোলা হয়েছে সেকথা বাদ দিলেও, এটা কোনো কাজেরই হয় নি।

'পুঁজির' ফরাসী সংস্করণের শেষ অংশগুলো শীঘ্রই আপনাকে পাঠাব। ফরাসী সরকারের নিষেধাজ্ঞার দরুন ছাপার কাজ বেশ কিছুকাল বন্ধ ছিল। এই সপ্তাহেই বা আগামী সপ্তাহের গোড়ায় বইটা তৈরি হয়ে যাবে। এর আগের ছ'টি অংশ আপনি পেয়েছেন তো? বের্নহার্ড বেকারের **ঠিকানাটাও** আমায় অনুগ্রহ করে জানাবেন, তাঁকেও শেষ অংশগুলি পাঠাতে হবে।

---

* ভোজ শেষ হয়ে যাবার পর, অর্থাৎ অতিবিলম্বে। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

জার্মানির শ্রমিক পার্টির কর্মসূচির উপর পার্শ্ব-টীকা

১

১। 'শ্রমই সকল সম্পদ ও সকল সংস্কৃতির উৎস **এবং যেহেতু** কার্যকর শ্রম একমাত্র সমাজের ভিতরে ও সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব, সেহেতু সমাজের সকল সদস্য সমান অধিকারবলে অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসলের মালিক।'

অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ: 'শ্রমই সকল সম্পদ ও সকল সংস্কৃতির উৎস।'

শ্রম সকল সম্পদের **উৎস নয়।** শ্রমের মতোই **প্রকৃতিও** সমান পরিমাণেই ব্যবহার-মূল্যের উৎস (এবং বৈষয়িক সম্পদ নিশ্চয়ই এই ব্যবহার-মূল্য দিয়েই গড়া!), আর এই শ্রমও একটি প্রাকৃতিক শক্তিরই, মানুষের শ্রমশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। উদ্ধৃত উক্তিটি অবশ্য সমস্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে এবং কথাটি সেহেতু সত্য যেহেতু তার সঙ্গে এইটুকু **ধরে নেওয়া হয়** যে, আনুষঙ্গিক বস্তু এবং হাতিয়ারগুলির সাহায্যেই শ্রম সম্পন্ন হয়। কিন্তু যে **শর্তই** কোনো কথাকে অর্থসম্পন্ন করে তোলে, এই ধরনের বুর্জোয়া বাক্য দিয়ে সেটাই নীরবে এড়িয়ে যাওয়া কোনো সমাজতন্ত্রী কর্মসূচি মঞ্জুর করতে পারে না। শ্রমের সমস্ত উপায় এবং বিষয়ের আদি উৎস — প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ শুরু থেকেই যে পরিমাণে মালিকের মতো আচরণ করে, তাকে নিজের অধিকারভুক্ত জিনিসের মতো ব্যবহার করে, সেই পরিমাণে তার শ্রম ব্যবহার-মূল্যের এবং সেইজন্য সম্পদেরও উৎস হয়ে ওঠে। শ্রমে একটা **অতি-প্রাকৃতিক সৃষ্টি শক্তি** মিথ্যা করে আরোপ করার বিশেষ কারণ বুর্জোয়াদের আছে, কেননা শ্রম প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ঠিক এই সত্য থেকেই সিদ্ধান্ত আসে যে, যে-লোকের নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কোনই সম্পত্তি নেই তাকে

চমৎকার সিদ্ধান্ত! কার্যকর শ্রম একমাত্র সমাজের ভিতরে ও সমাজের মাধ্যমেই যদি সম্ভব হয়, তাহলে সমাজই শ্রমফসলের অধিকারী এবং তা থেকে ব্যক্তি শ্রমিকদের ভাগে বর্তাচ্ছে শুধু সেইটুকু, যা শ্রমের 'শর্ত' অর্থাৎ সমাজ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে না।

বস্তুত, **বিশেষ এক একটা কালের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা** বরাবরই এই প্রতিপাদ্যটিকে কাজে লাগিয়েছে। সরকার এবং তার সঙ্গে যুক্ত সবকিছুর দাবি আসে সর্বাগ্রে, কেননা এটা নাকি সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সামাজিক সংস্থা। তারপর দাবি আসে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানার, কেননা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানাই হল সমাজের ভিত্তি, ইত্যাদি। দেখা যাবে এই ধরনের অসার কথাকে ইচ্ছামত ঘোরানো-পেঁচানো যায়।

নিম্নলিখিতভাবে লিখলে তবেই অনুচ্ছেদটির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে কোনো বোধগম্য যোগসূত্র থাকে:

'একমাত্র সামাজিক শ্রমরূপেই', অথবা যা একই কথা 'সমাজের ভিতরে ও সমাজের মাধ্যমেই' 'শ্রম সম্পদ ও সংস্কৃতির উৎসে পরিণত হয়'।

এই প্রতিপাদ্যটি তর্কাতীতভাবে সঠিক, কেননা বিচ্ছিন্ন শ্রম (তার বৈষয়িক পরিস্থিতি আছে বলে ধরে নিয়ে) ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করতে পারলেও সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না, সংস্কৃতিও নয়।

কিন্তু অন্য এই প্রতিপাদ্যটিও তেমনি তর্কাতীত:

'ঠিক যে পরিমাণে শ্রমের সামাজিক বিকাশ হতে থাকে, এবং তার ফলে সেই শ্রম সম্পদ ও সংস্কৃতির উৎসে পরিণত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে শ্রমিকদের মধ্যে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা এবং অ-শ্রমিকদের মধ্যে সম্পদ ও সংস্কৃতি বাড়তে থাকে।'

এযাবৎ সমস্ত ইতিহাসেরই এই নিয়ম। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল 'শ্রম' ও 'সমাজ' সম্পর্কে কেবল কতকগুলি সাধারণ কথামাত্র লিপিবদ্ধ না করে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেওয়া কীভাবে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে অবশেষে সেই বৈষয়িক ইত্যাদি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা এই সামাজিক অভিশাপ দূর করতে শ্রমিকদের সক্ষম এবং বাধ্য করে।

আসলে 'অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসল' লাসালীয় এই বুলিটিকে পার্টি

'শ্রমের ফসল' — এই ধারণাটাই অত্যন্ত শিথিল। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সংজ্ঞার জায়গায় লাসাল এই ধারণাটিকে বসিয়েছেন।

'ন্যায্য বণ্টন'-ই বা কী জিনিস?

বুর্জোয়ারা কি জোর গলায় বলে থাকে না যে, বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থা 'ন্যায্য'? আর সত্যই, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে তা কি একমাত্র 'ন্যায্য' বণ্টন নয়? আইনগত সংজ্ঞার দ্বারাই কি অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় নাকি বিপরীত, — অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকেই আইনগত সম্পর্কের জন্ম? নানা সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীপন্থীদের মধ্যেও কি 'ন্যায্য' বণ্টন সম্পর্কে নানা বিচিত্র ধারণা নেই?

'ন্যায্য' বণ্টন কথাটি এইসূত্রে কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা বুঝতে হলে প্রথম অনুচ্ছেদটি এবং এটিকে একসঙ্গে ধরতে হবে। শেষেরটিতে ধরে নেওয়া হয়েছে এমন এক সমাজ যেখানে 'শ্রমের উপকরণগুলি সাধারণের সম্পত্তি এবং সামগ্রিক শ্রম সমবায়িকভাবে নিয়ন্ত্রিত', আর প্রথম অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা জানতে পারছি যে, 'সমাজের সকল সদস্য সমান অধিকারবলে অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসলের মালিক'।

'সমাজের সকল সদস্য'? যারা কোনো কাজ করে না তারাও? 'অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসলের' তাহলে আর কী বাকি থাকে? নাকি, সমাজের যে সদস্যরা কাজ করে কেবল তারা? তাহলে, সমাজের সকল সদস্যের 'সমান অধিকার' কোথায় রইল?

অবশ্য, স্পষ্টতই 'সমাজের সকল সদস্য' এবং 'সমান অধিকার' এই উক্তিগুলি নিতান্তই কথার কথা। সারবস্তুটুকু এই যে, এই কমিউনিস্ট সমাজে প্রত্যেক শ্রমিকের 'অটুট পরিমাণে' লাসালীয় 'শ্রমের ফসল' পাওয়া চাই।

প্রথমে, শ্রমোৎপন্ন এই অর্থে 'শ্রমের ফসল' কথাটি ধরা যাক, তাহলে সমবায়িক শ্রমের ফসল হল **সামগ্রিক সামাজিক উৎপন্ন।**

তার থেকে এখন বাদ দিতে হবে:

প্রথমত, উৎপাদন-উপায়ের যেটুকু ব্যবহারে ক্ষয় পেল তার পূর্তির জন্য একটা অংশ।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য আরও একটা অংশ।

উৎপাদন-উপায়গুলির উপর সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমবায়ী সমাজের মধ্যে উৎপাদকেরা তাদের উৎপন্নের বিনিময় করে না; ঠিক তেমনি, উৎপন্নে নিয়োজিত শ্রমও এখানে সেই উৎপন্নের **মূল্যরূপে,** তার এক বৈষয়িক গুণরূপে দেখা দেয় না, কেননা পুঁজিবাদী সমাজের বিপরীতে এখানে ব্যক্তিগত শ্রম আর পরোক্ষ নয়, থাকছে প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র শ্রমের অঙ্গাঙ্গী অংশরূপে। তাই 'শ্রমের ফসল' এই যে কথাটা দ্ব্যর্থক বলে আজকের দিনেই আপত্তিকর, তা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

নিজস্ব বনিয়াদের উপর **বিকাশ লাভ করেছে** এমন এক কমিউনিস্ট সমাজ নয়, বরং তার বিপরীত, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে **উদ্ভূত হচ্ছে,** ঠিক এমন কমিউনিস্ট সমাজই আমাদের আলোচ্য এবং তেমন সমাজ কি অর্থনৈতিক, কি নৈতিক, কি বুদ্ধিবৃত্তিগত—সমস্ত দিক থেকে যে পুরনো সমাজ থেকে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই মাতৃজঠরের জন্মচিহ্ন তখনো বহন করছে। তাই এখানে একজন উৎপাদক সমাজকে যতটা দিচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে, সমাজের কাছ থেকে, বাদছাদের পর, ঠিক ততটাই ফেরৎ পাচ্ছে। সমাজকে সে যা দিয়েছে তা হল তার ব্যক্তিগত শ্রম অবদান। উদাহরণস্বরূপ, আলাদা আলাদা কাজের ঘণ্টাগুলি একত্র করে গঠিত হয় সামাজিক শ্রমদিন; নির্দিষ্ট একজন উৎপাদকের ব্যক্তিগত শ্রমকাল হচ্ছে সেই সামাজিক শ্রমদিনে তার অবদানটুকু, তাতে তার অংশটুকু। সমাজের কাছ থেকে সে এই মর্মে একটি প্রমাণপত্র পাবে যে, (সাধারণ তহবিলের দরুন তার শ্রম বাদ দেবার পর) সে এই পরিমাণ শ্রম দিয়েছে এবং সেই প্রমাণপত্র পেশ করে সে সমাজের ভোগোপকরণ ভান্ডার থেকে সমান শ্রম-মূল্যের ভোগ্য বস্তু নিয়ে যেতে পারে। কোনো একটা বিশেষরূপে সে সমাজকে যে-পরিমাণ শ্রম দিয়েছে, অন্যরূপে সে ততটাই ফিরে পাচ্ছে।

স্পষ্টতই, এটা যেহেতু সমমূল্যের বিনিময়, সেই হেতু পণ্য-বিনিময়ের একই নীতি এক্ষেত্রেও বলবৎ। আধার ও আধেয় পাল্টে গেছে, কারণ এই পরিবর্তিত অবস্থায় কেউ নিজের শ্রম ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না, এবং অপরপক্ষে, ব্যক্তিগত ভোগোপকরণ ছাড়া আর কিছুই ব্যক্তির অধিকারে আসতে পারে না। কিন্তু, বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে এই ভোগোপকরণ বণ্টনের ব্যাপারে তুল্যমূল্য পণ্য-বিনিময়ের নীতিই বলবৎ থাকছে: কোনো বিশেষ

পাবে, একজন অপরের চেয়ে বেশি বিত্তবান হবে ইত্যাদি। এইসব ত্রুটি দূর করতে হলে অধিকারকে সমান নয়, অসমানই হতে হবে।

কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সুদীর্ঘ প্রসবযন্ত্রণার পর সদ্যোজাত কমিউনিস্ট সমাজের যে প্রথম স্তর সেখানে এইসব ত্রুটি অনিবার্য। অধিকার কখনও সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার দ্বারা শর্তবদ্ধ সাংস্কৃতিক বিকাশের চেয়ে বড়ো নয়।

কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর স্তরে, শ্রমবিভাগের কাছে ব্যক্তির দাসোচিত বশ্যতার এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের পারস্পরিক বৈপরীত্যের যখন অবসান ঘটেছে; শ্রম যখন আর কেবল জীবনধারণের উপায় মাত্র নয়, জীবনেরই প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে; যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-শক্তিও বেড়ে গেছে এবং সমবায়িক সম্পদের সমস্ত উৎস অঝোরে বইছে — কেবল তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তরেখাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভব হবে, সমাজ তার কেতনে মুদ্রিত করতে পারবে: 'প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্য অনুসারে, প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজনমতো!'

বিশেষ একটা পর্বে যেসব ধারণা কিছুটা অর্থপূর্ণ ছিল কিন্তু আজ পরিণত হয়েছে অচল কথার জঞ্জালে, সেইসব ধারণা একদিকে আপ্তবাক্যের মতো আবার আমাদের পার্টির উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা, আবার অন্যদিকে যে বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি বহু চেষ্টার ফলে পার্টির মধ্যে সঞ্চার করা গিয়েছিল এবং আজ যা সেখানে মূল বিস্তার করেছে, অধিকার ও অন্যান্য তুচ্ছ ধারণা সম্পর্কে গণতন্ত্রী ও ফরাসী সমাজতন্ত্রী মহলে অতি প্রচলিত ভাবাদর্শগত প্রলাপের সাহায্যে তাকে বিপথগামী করার চেষ্টা যে কত বড়ো অপরাধ তা দেখাতে চেয়েছিলাম বলেই একদিকে 'অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসল' এবং অপরদিকে 'সমান অধিকার' এবং 'ন্যায্য বণ্টন' নিয়ে আমি এতটা বেশি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম।

এ পর্যন্ত যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তার কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও, তথাকথিত **বণ্টন** নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা এবং তারই ওপর প্রধান জোর দেওয়া সাধারণভাবেও ভুল হয়েছে।

ভোগোপকরণের যেরূপ বণ্টনই হোক না কেন, সেটা উৎপাদন-

ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল সেই যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি।'*

অচল হয়ে পড়া উৎপাদন-পদ্ধতিতে সৃষ্ট সমস্ত সামাজিক অবস্থানগুলিকে আঁকড়ে রাখতে চায় যে সামন্তপ্রভুগণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত, তাদের তুলনায় বৃহৎ শিল্পের বাহক হিসেবে বুর্জোয়াদের এখানে বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে ধরা হয়েছে। তাই **বুর্জোয়াদের সঙ্গে একত্রে** তারা একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি নয়।

অপরপক্ষে, প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের আপেক্ষিকে বিপ্লবী, কেননা সে নিজে বৃহৎ শিল্পের ভিত্তিতে বেড়ে উঠে উৎপাদনের যে পুঁজিবাদী চরিত্রকে বুর্জোয়ারা চিরস্থায়ী করতে চায়, সেইটাকেই ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু 'ইশতেহারে' একথাও বলা হয়েছে যে, 'তাদের প্রলেতারিয়েত রূপে আসন্ন রূপান্তরের কারণে' 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' বিপ্লবী হয়ে উঠছে।

তাই, এদিক থেকে বিচার করলেও, শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আপেক্ষিকভাবে এরা **বুর্জোয়াদের** এবং সেই সঙ্গে আবার সামন্তপ্রভুদের সঙ্গেও **একজোটে** একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি মাত্র' একথা বলা অর্থহীন।

গত নির্বাচনের সময় কারিগর, ছোট শিল্প-মালিক ইত্যাদি এবং **কৃষকদের** কাছে কি এই কথাই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, 'আমাদের আপেক্ষিকে তোমরা আর বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুরা একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি মাত্র'?

লাসালের বিশ্বস্ত অনুগামীরা তাঁর লেখা সুসমাচারগুলি যেমনভাবে জানেন, তাঁর নিজেরও তেমনি 'কমিউনিস্ট ইশতেহারটি'ও মুখস্থ ছিল। সুতরাং তিনি যে তাকে এমন স্থূলভাবে বিকৃত করেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীটার সাফাই দেওয়া।

শুধু তাই নয়, উপরোক্ত অনুচ্ছেদটিতে তাঁর দৈববাণী-সম উক্তিটিকে একান্ত গায়ের জোরে, আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী থেকে বিকৃতভাবে উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে টেনে আনা হয়েছে। সুতরাং এটা একটা

---

* এই সংস্করণের ১ খণ্ডের ১৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সমার্থক বলে চালাবার মতলব। সেই জন্যই, জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর **আন্তর্জাতিক কাজ সম্পর্কে** এখানে একটি কথাও নেই! আর তার নিজ দেশের যে বুর্জোয়ারা তার বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত দেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এবং হের বিসমার্কের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র নীতির বিপক্ষে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এই ভাবেই!

বস্তুত, কর্মসূচিটির আন্তর্জাতিকতাবাদ অবাধ বাণিজ্য দলের আন্তর্জাতিকতাবাদের তুলনায় পর্যন্ত **অনেক নিচু স্তরের**। এরাও দাবি করে যে, তাদের প্রচেষ্টার ফল হবে 'জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব'। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা সে বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক করার জন্য কিছু **করে**, সব দেশের লোকই নিজ নিজ দেশে বাণিজ্য করে চলেছে, এই চেতনাটুকু নিয়েই আত্মসন্তুষ্ট হয়ে থাকে না।

'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির' অস্তিত্বের উপরে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ কোনক্রমেই নির্ভরশীল নয়। এটা ছিল কেবল সেই কার্যকলাপের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়বার প্রথম প্রচেষ্টা। সে প্রচেষ্টা আন্দোলনে যে বেগ সঞ্চার করতে পেরেছিল তার মধ্যেই ছিল তার অক্ষয় সাফল্য, কিন্তু প্যারিস কমিউনের পতনের পর **এই প্রথম ঐতিহাসিক রূপটির** মধ্যে তার সিদ্ধি আর সম্ভব রইল না।

বিসমার্কের *Norddeutsche* তার প্রভুর সন্তোষ বিধান করে যখন ঘোষণা করল যে, জার্মানির শ্রমিক পার্টি নতুন কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিকতা বর্জন করেছে, তখন সে সম্পূর্ণ সঠিক কথাই বলেছিল (১১)।

২

'এইসব মৌলিক নীতি থেকে শুরু করে, জার্মানির শ্রমিক পার্টি সবরকম আইনসম্মত উপায়ে **মুক্ত রাষ্ট্র — এবং** — সমাজতন্ত্রী সমাজের জন্য, **লৌহকঠোর মজুরি-বিধি সমেত** মজুরি প্রথা — এবং — সর্বপ্রকার শোষণের অবসানের জন্য, সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য লোপের জন্য চেষ্টা করে।'

কিন্তু এগুলিও আসল কথা নয়। লাসাল যেরকম **ভুলভাবে** এই বিধিটি সূত্রবদ্ধ করেছেন সেকথা **একেবারে বাদ দিলেও,** সত্যই অসহ্য পশ্চাদপসরণ হয়েছে এইখানে।

লাসালের মৃত্যুর পর থেকে **আমাদের** পার্টিতে এই বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যা **মনে হয় মজুরি** ঠিক তাই, অর্থাৎ, **শ্রমের মূল্য** — বা **দর** — নয়, বরং **শ্রমশক্তির মূল্য** — বা **দরের** এক ছদ্মাবৃত রূপমাত্র। এর ফলে, মজুরি সম্পর্কে এযাবৎ প্রচলিত সমগ্র বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা এবং সেই ধারণার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সমস্ত সমালোচনাও চিরদিনের মতো বিসর্জিত হয় এবং একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মজুরি-শ্রমিক খানিকটা সময় বিনা পয়সায় পুঁজিপতির জন্য (এবং অতএব উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগে সেই পুঁজিপতির সহযোগীদের জন্যও) কাজ করে দিচ্ছে কেবল এই কারণেই তাকে তার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কাজ করতে, অর্থাৎ **বেঁচে থাকতে** দেওয়া হয়; এবং গোটা পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার মূলকথা হল শ্রমদিন দীর্ঘতর করে, বা শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশ করে, অর্থাৎ শ্রমশক্তির তীব্রতা বাড়িয়ে, এবং অন্যান্য উপায়ে এই বিনা পয়সার শ্রমকে বাড়ান; এবং তারই জন্য, এই মজুরি-শ্রম প্রথা হচ্ছে এক দাস প্রথা, এবং এমন এক দাস প্রথা, যার কঠোরতা শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের অনুপাতে বাড়ে, তাতে সে শ্রমিকের পাওনা বাড়ুক বা কমুক। এই চেতনার প্রসার আমাদের পার্টিতে ক্রমান্বয়ে বাড়ার পর এখন লাসালের আপ্তবাক্যে ফিরে যাওয়া হচ্ছে, যদিও এটা জানা থাকার কথা যে, মজুরি জিনিসটা কী তাই লাসাল **বুঝতেন না,** বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদের অনুসরণে বিষয়টির বাহ্যরূপকেই তার অন্তর্বস্তু বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যেন, শেষ পর্যন্ত দাস প্রথার রহস্য ভেদ করেছে এবং বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে, এমন একদল ক্রীতদাসের মধ্যে একজন যে ক্রীতদাস তখনও সেকেলে ধ্যান-ধারণার বশ, সে বিদ্রোহের কর্মসূচিতে লিখে দিচ্ছে: দাস প্রথার অবসান চাই কেননা দাস প্রথায় ক্রীতদাসের খোরাকি কোনক্রমেই একটা নির্দিষ্ট অতি নিম্ন সর্বোচ্চসীমার বেশি হতে পারে না!

আমাদের পার্টিতে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এমন এক চেতনার বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির প্রতিনিধিরা যে এমন বিকট আক্রমণ করতে পারলেন

(volksherrschaftlich)। কিন্তু 'মেহনতী জনতার শাসনের নিয়ন্ত্রণ' বলতে কী বোঝায়? বিশেষ করে এমন মেহনতী জনতার ক্ষেত্রে, যারা রাষ্ট্রের কাছে এইসব দাবি পেশ করার মধ্য দিয়ে এই পরিপূর্ণ সচেতনতাই ব্যক্ত করছে যে, তারা শাসন করেও না আর শাসন করার মতো পরিপক্কও হয় নি!

লুই ফিলিপের রাজত্বকালে, ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের **বিরোধিতা করে** যে দাওয়াইটা বুশে দিয়েছিলেন এবং *Atelier* (১৩) পত্রিকার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিকেরা যা গ্রহণ করেছিল, এখানে তার সমালোচনায় নামা বাহুল্য হবে। কর্মসূচিতে এই বিশেষ টোটকাটির স্থান দেওয়াই প্রধান অপরাধ নয়, সাধারণভাবে শ্রেণী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে গোষ্ঠীবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দিকে পিছু হঠাই প্রধান অপরাধ।

শ্রমিকেরা যে সমাজব্যাপী, এবং সর্বপ্রথম তাদের নিজের দেশে স্বজাতিব্যাপী সমবায়ী উৎপাদনের অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়, তার একমাত্র অর্থ এই যে, তারা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করছে; রাষ্ট্রীয় সহায়তায় সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর বর্তমান সমবায়-সমিতিগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, সরকার বা বুর্জোয়াদের আশ্রয়ে নয়, যে পরিমাণে তারা শ্রমিকদের স্বাধীন সৃষ্টি **কেবল** সেইটুকুই তাদের মূল্য।

৪

এবার গণতন্ত্র সম্পর্কিত অংশে আসা যাক।

ক। 'রাষ্ট্রের মুক্ত ভিত্তি।'

সর্বপ্রথম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অনুযায়ী, জার্মানির শ্রমিক পার্টি 'মুক্ত রাষ্ট্রের' জন্য চেষ্টিত।

মুক্ত রাষ্ট্র — সে জিনিসটা কী?

যে শ্রমিকেরা বিনীত প্রজার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়েছে, রাষ্ট্রকে 'মুক্ত' করা কোনক্রমেই তাদের লক্ষ্য নয়। জার্মান সাম্রাজ্যে 'রাষ্ট্র'

কর্তব্য তখনও থেকে যাবে? কেবল বিজ্ঞানসম্মত পথেই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। 'রাষ্ট্র' কথাটির সঙ্গে 'জনগণ' কথাটির হাজার রকমের বিন্যাস ঘটালেও সমস্যার সমাধান একবিন্দুমাত্র এগোবে না।

পুঁজিবাদী সমাজ আর কমিউনিস্ট সমাজ, এই দুই-এর মধ্যে রয়েছে একটি থেকে অপরটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের এক পর্ব। তারই সঙ্গে সহগামী থাকে একটি রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্ব, যখন রাষ্ট্র **প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কতন্ত্র** ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

কিন্তু কর্মসূচিতে এবিষয়ে কিম্বা কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয় নি।

তার রাজনৈতিক দাবিগুলির মধ্যে সেই সব পুরাতন সর্বজনবিদিত গণতান্ত্রিক জপমালার বাইরে আর কিছুই নেই: সর্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা, জনগণের অধিকার, জনবাহিনী ইত্যাদি। এগুলি বুর্জোয়া জনতা পার্টি (১৪) অথবা শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের প্রতিধ্বনি মাত্র। আজগুবি আকারে অতিরঞ্জিত করে না দেখলে এইসব দাবিই ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে। শুধু যে রাষ্ট্রে এসব আছে সে রাষ্ট্র জার্মান সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয়, সে রাষ্ট্র রয়েছে সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে। এই ধরনের যে 'ভবিষ্যতের রাষ্ট্র' সেটা **আজকের দিনেরই রাষ্ট্র,** যদিও তার অস্তিত্ব জার্মান সাম্রাজ্যের 'কাঠামোর' বাইরে।

কিন্তু একটা কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। জার্মানির শ্রমিক পার্টি যখন 'আজকের দিনের জাতীয় রাষ্ট্রের' মধ্যে অর্থাৎ তার নিজের রাষ্ট্র, প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে কাজ করছে বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে — বস্তুতপক্ষে তা না হলে তার দাবিগুলির অনেকাংশে কোনো মানেই থাকত না, কেননা যা নেই কেবল তাই-ই দাবি করা যায় — সেক্ষেত্রে আসল কথাটা তার ভুলে যাওয়া উচিত হয় নি, অর্থাৎ, এইসব চমৎকার টুকিটাকি রঙচঙে জিনিসগুলো দাঁড়িয়ে আছে জনগণের তথাকথিত সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির উপর এবং তাই কেবলমাত্র একটা **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই** তা প্রযোজ্য।

লুই ফিলিপ বা লুই নেপোলিয়নের শাসনকালে ফরাসী শ্রমিকদের কর্মসূচি যেভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবি করেছিল সেভাবে দাবি তুলবার সাহস যখন লোকের নেই — এবং সেটাই বিচক্ষণতার বিষয়, কেননা বর্তমান

সমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা? কোন ধারণা থেকে এই কথাগ্লি লেখা হয়েছে? বর্তমান সমাজে (এবং একমাত্র বর্তমান সমাজ নিয়েই আলোচনা চলছে) সকল শ্রেণীর জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা **সমান** হতে পারে, এই কথাই কি বিশ্বাস করা হচ্ছে? নাকি এই দাবি করা হচ্ছে যে, কেবলমাত্র সেই সামান্য শিক্ষা-ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ, যা শ্ধ্ মজ্রি-শ্রমিক নয়, কৃষকদেরও আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, উপরের শ্রেণীগ্লিকেও সেইখানে নেমে আসতে বাধ্য করতে হবে?

'সর্বজনীন বাধ্যতামূলক স্কুলগমন। বিনা বেতনে শিক্ষাদান।' প্রথমটি জার্মানিতে পর্যন্ত আছে, দ্বিতীয়টা প্রাথমিক স্কুলের বেলায় আছে স্ইজারল্যান্ডে এবং য্ক্তরাষ্ট্রে। উত্তর আমেরিকার কোন কোন অঙ্গ-রাষ্ট্রে যদি উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও 'বিনা বেতনে' পড়ার ব্যবস্থা থেকে থাকে, তবে কার্যত তার অর্থ হচ্ছে, সাধারণ করের আদায় থেকে উচ্চ শ্রেণীগ্লির শিক্ষার খরচা বহন করা। প্রসঙ্গত, 'ক'-এর ৫ ধারায় 'বিনা খরচায় বিচার ব্যবস্থার' যে দাবি করা হয়েছে তার সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ফৌজদারী বিচার সব দেশেই বিনা খরচে চলে। দেওয়ানী বিচারের বিষয় প্রায় একান্তই সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং তাই তাতে জড়িত থাকে প্রায় একান্তই মালিক শ্রেণীরা। তাহলে কি জাতীয় তহবিলের খরচায় তারা মামলা চালিয়ে যাবে?

বিদ্যালয় সম্পর্কিত অন্চ্ছেদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিয়ে অন্তত টেকনিকাল (তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক) স্কুল দাবি করা উচিত ছিল।

'রাষ্ট্রের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা' সম্পূর্ণভাবে আপত্তিজনক। প্রাথমিক স্কুল সংক্রান্ত ব্যয়, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় গ্ণাবলী, শিক্ষার বিভিন্ন শাখা নির্ধারণ প্রভৃতি সাধারণ আইনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া, আর য্ক্তরাষ্ট্রে যেভাবে করা হয় সেইভাবে, এই বিধিবদ্ধ নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা তা রাষ্ট্রীয় পরিদর্শকদের দিয়ে দেখা, অথবা রাষ্ট্রকে জনগণের শিক্ষাদাতার্পে প্রতিষ্ঠা করা — এ দ্য়ের মধ্যে অনেক তফাৎ! বরং, সরকার ও গির্জা উভয়কেই বিদ্যালয়ের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা থেকে সমান দ্রে রাখা দরকার। বিশেষ করে প্র্শীয়-জার্মান সাম্রাজ্যে (এবং এখানে 'ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের' কথা বলা হচ্ছে এই বলে কোনো বাজে ফিকিরের আশ্রয় নেওয়া চলবে না, এবিষয়ে ব্যাপারটা কী তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি)

শরীরের পক্ষে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর অথবা নৈতিক দিক থেকে স্ত্রীজাতির পক্ষে বিশেষ আপত্তিজনক সেইসব শাখায় স্ত্রীলোকদের কাজ করতে না দেওয়া। তাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সেকথা খুলে বলা উচিত ছিল।

'শিশু শ্রমের নিষিদ্ধকরণ'! এখানে **বয়সের সীমা** বলে দেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

শিশু শ্রমের **সাধারণ নিষিদ্ধকরণ** বৃহৎ শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, তাই এ কেবল একটি অন্তঃসারশূন্য সদিচ্ছামাত্র। এই ব্যবস্থার রূপায়ণ যদি সম্ভবও হত, তাহলেও তা হত প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা বিভিন্ন বয়ঃক্রম অনুযায়ী কাজের সময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে, অল্পবয়স থেকেই শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রম মেলানো আজকের সমাজকে পরিবর্তন করার দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এক উপায়।

> ৪। 'ফ্যাক্টরি, হস্তশিল্প কারখানা ও ঘরোয়া শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় তদারক।'

প্রুশীয়-জার্মান রাষ্ট্রের কথা মনে রেখে এটুকু নিশ্চয়ই দাবি করা উচিত ছিল যে, আদালত ছাড়া আর কেউ কলকারখানা পরিদর্শকদের অপসারণ করতে পারবে না; যে কোনো শ্রমিক কর্তব্যে অবহেলার জন্য পরিদর্শকদের আদালতে অভিযুক্ত করতে পারবে; তাদের ডাক্তারী পেশার অন্তর্ভুক্ত লোক হওয়া চাই।

> ৫। 'কয়েদী শ্রমের নিয়ন্ত্রণ।'

শ্রমিকদের সাধারণ কর্মসূচির মধ্যে এ একটা অতি তুচ্ছ দাবি। সে যা হোক, স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল যে, প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় সাধারণ ফৌজদারী অপরাধীদের প্রতি জানোয়ারের মতো ব্যবহার চলতে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য নেই শ্রমিকদের এবং বিশেষ করে, তাদের উন্নতির একমাত্র উপায়, উৎপাদনশীল শ্রম থেকে তাদের বঞ্চিত রাখারও কোনো ইচ্ছা নেই। সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে অন্তত এইটুকু নিশ্চয়ই আশা করা যেত।

> ৬। 'একটি কার্যকর দায়িত্ব আইন।'

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

আ. বেবেল সমীপে এঙ্গেলস (১৬)

লণ্ডন, ১৮-২৮ মার্চ, ১৮৭৫

প্রিয় বেবেল,

আপনার ২৩ ফেব্রুয়ারির চিঠি পেয়েছি এবং আপনার শরীর এতটা ভাল আছে জেনে খুশি হয়েছি।

ঐক্যের ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা কী ভাবছি আপনি জানতে চেয়েছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের ভাগ্যও আপনারই মতো। লিবক্লেখ্‌ট বা অন্য কেউই আমাদের কোনো সংবাদ পাঠায় নি, এবং আমরাও তাই সংবাদপত্রে যেটুকু বেরিয়েছে ততটুকু মাত্রই জানি, আর সে কাগজেও কিছুই ছিল না, শেষ পর্যন্ত একসপ্তাহ পূর্বে খসড়া কর্মসূচিটির আবির্ভাব ঘটেছে। অবশ্যই খসড়াটি আমাদের কম বিস্মিত করে নি।

আমাদের পার্টি এত বার বার লাসালীয়দের কাছে মিটমাট বা অন্তত সহযোগিতার প্রস্তাব করেছে এবং হাসেনক্লেভার, হাসেলমান ও ট্যেলকেদের দ্বারা এত বার বার, এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যে, একজন শিশুও নিশ্চয় এই সিদ্ধান্ত করত: আজ যখন এই ভদ্রলোকেরা নিজেরাই এগিয়ে এসে মিটমাটের কথা তুলছেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই বেশ জবর রকম বেকায়দায় পড়েছেন। তাই এইসব লোকের সুবিদিত চরিত্রের কথা চিন্তা করে সর্ববিধসম্ভব গ্যারাণ্টি শর্তবদ্ধ করার জন্য আমাদের কর্তব্য তাঁদের এই বেকায়দাকে কাজে লাগানো যাতে আমাদের পার্টির ঘাড় ভেঙে তাঁরা শ্রমিকদের জনমতের কাছে নিজেদের ক্ষুণ্ণ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারেন। চরম ঔদাস্য ও অবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করা উচিত ছিল এবং তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীবাদী আওয়াজগুলি ও 'রাষ্ট্রীয় সহায়তার' দাবি ছাড়তে, এবং মূলত ১৮৬৯ সালের আইজেনাখ কর্মসূচি বা তার বর্তমান কালোপযোগী

গণতন্ত্রীদের কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি ও আক্ষরিকভাবে মিলে যায়? আমি এখানে সাতটি রাজনৈতিক দাবির কথাই বলছি, ১ থেকে ৫ এবং ১ থেকে ২ নং, যার মধ্যে **বুর্জোয়া**-গণতান্ত্রিক নয় এমন একটি দাবিও নেই (১৮)।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিক আন্দোলন যে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন এই নীতিকে কার্যত সর্বদিক থেকে আজকের মতো অস্বীকার করা হয়েছে, এবং তা করেছে সেই লোকেরাই যারা পূর্ণ পাঁচ বছর ধরে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও অশেষ গৌরবের সঙ্গে সেই নীতি তুলে ধরেছিল। যুদ্ধের সময় (১৯) জার্মান শ্রমিকদের সত্যিকারের আন্তর্জাতিক যে আচরণ ছিল, **প্রধানত** তারই জন্য ইউরোপীয় আন্দোলনের শীর্ষে তাদের স্থান; অন্য কোনো প্রলেতারিয়েতের আচরণ এত ভালো হতে পারে নি। আর আজ সেই নীতিকে তাদের অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে এমন এক সময় যখন বিভিন্ন সরকার যে কোনো সংগঠনে এই নীতির প্রকাশের চেষ্টাকে যে পরিমাণে দমন করার প্রয়াস পাচ্ছে, শ্রমিকেরাও বিদেশের সর্বত্র ঠিক সেই পরিমাণে এর উপরে জোর দিচ্ছে! তাহলে শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতাবাদের আর কী রইল? নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রামে ইউরোপের শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সহযোগিতা পর্যন্ত নয়—না, রইল শুধু ভবিষ্যতে 'জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের', শান্তি লীগের বুর্জোয়াদের 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের' ক্ষীণ আশাটুকু মাত্র!

আন্তর্জাতিকের কথা সোজাসুজি উল্লেখ করার অবশ্য কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কমপক্ষে অন্তত ১৮৬৯-এর কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে না পড়া, এবং এই মর্মে কিছু বলা নিশ্চয়ই উচিত ছিল: **যদিও** জার্মানির শ্রমিক পার্টি **সর্বোপরি** তার জন্য বেঁধে দেওয়া রাষ্ট্র সীমানার মধ্যেই কাজ করেছে (গোটা ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের হয়ে কথা বলার কোনো অধিকার তার নেই, বিশেষ করে মিথ্যা কিছু বলার অধিকার তো নেইই), তবু সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি সম্পর্কে সে সচেতন এবং এই সংহতি থেকে উদ্ভূত দায়িত্ব সে অদ্যাবধি যেভাবে পালন করে এসেছে অতঃপরও সেইভাবেই পালন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। নিজেকে ঠিক আন্তর্জাতিকের অংশ বলে ঘোষণা বা গণ্য না করলেও এই ধরনের দায়িত্ব থেকে যায়; যেমন, ধর্মঘটে সাহায্য করা এবং ধর্মঘট ভাঙার কাজ না করা, পার্টির মুখপত্রগুলি যাতে বিদেশের আন্দোলন সম্পর্কে জার্মান শ্রমিকদের অবহিত রাখে সে বিষয়ে

অবশ্য, তত্ত্বগতভাবে **সমাধান হয় নি** এমন একটি সামাজিক **প্রশ্ন** যেন আজও আমাদের সামনে রয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে 'সামাজিক প্রশ্নের সমাধানের পথ প্রশস্ত করা' বলে যে লক্ষ্যের কথা অত্যন্ত পঙ্গুভাবে খসড়া কর্মসূচিতে বিবৃত করা হয়েছে, লাসালীয় অর্থে এই 'রাষ্ট্রীয় সহায়তা', খুব বেশি হলে সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আরও অনেক ব্যবস্থার মধ্যে **একটি** মাত্র! সুতরাং, কেউ যদি বলে: 'জার্মানির শ্রমিক পার্টি মজুরি-শ্রমের অবলুপ্তি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে ও কৃষিতে এবং সারা জাতির ভিত্তিতে সমবায়ী উৎপাদন প্রতিষ্ঠার মারফৎ শ্রেণী-পার্থক্যের অবসান চায়; আর এই লক্ষ্য সাধনের জন্য উপযোগী প্রতিটি ব্যবস্থাকে সে সমর্থন করে' — সেক্ষেত্রে কোনো লাসালীয়েরও তার বিরুদ্ধে বলার কিছু থাকত না।

পঞ্চমত, শ্রমিক শ্রেণীকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন মারফৎ শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করা সম্পর্কে একটি কথাও নেই। এটা একটা অত্যন্ত মৌলিক বিষয়, কেননা এই হল শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত শ্রেণী-সংগঠন, এখানেই সে পুঁজির সঙ্গে তার প্রাত্যহিক সংগ্রাম চালায়, নিজেকে শিক্ষিত করে, এবং আজকের দিনে চরম প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও (যেমন বর্তমান প্যারিসে) একে আর কোনোক্রমেই চূর্ণ করা যায় না। জার্মানিতেও এই সংগঠন যেরকম গুরুত্ব লাভ করছে তার বিচার করে, আমাদের মতে বিষয়টি কর্মসূচিতে উল্লেখ করা এবং পার্টি সংগঠনেও তার জন্য যথাসম্ভব একটা স্থান উন্মুক্ত রাখা একান্তই প্রয়োজন।

এসবই আমাদের লোকেরা করেছে লাসালীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্য। আর অপরপক্ষ কতটুকু ছাড়ল? কেবল এইটুকু যে, কর্মসূচিতে এমন একগাদা এলোমেলো **নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক দাবি** শোভা পাবে, যার মধ্যে অনেকগুলিই শুধু ফ্যাশনের ব্যাপার, উদাহরণস্বরূপ, 'জনগণের দ্বারা আইনপ্রণয়ন' যে ব্যবস্থা সুইজারল্যান্ডে বিদ্যমান এবং যাতে আদৌ কিছু হলে ভালোর চেয়ে খারাপই হয় বেশি। 'জনগণের দ্বারা **প্রশাসন**' সেটা বরং কাজের হত। প্রত্যেকটি রাজপুরুষ তাদের প্রতিটি সরকারী কাজের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কাছে সাধারণ আদালতে এবং সাধারণ আইন অনুসারে দায়ী থাকবে, সমস্ত স্বাধীনতার এই প্রথম শর্তটিও একইভাবে অনুপস্থিত। বিজ্ঞানের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতার যে দাবি প্রত্যেকটি উদারপন্থী বুর্জোয়া কর্মসূচিতেই

জীবনযাত্রার অবস্থা সমতলবাসীদের থেকে সবসময়ই আলাদা হবে। **সমাজতন্ত্রী সমাজ সমতার** রাজ্য --- এ হচ্ছে সেই প্রাচীন 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের' ওপর প্রতিষ্ঠিত এক একপেশে ফরাসী ধারণা। তার স্বযুগে ও স্বক্ষেত্রে **বিকাশের এক স্তর** হিসেবে সে ধারণা যুক্তিসঙ্গতই ছিল, কিন্তু পূর্বগামী সমস্ত সমাজতন্ত্রী সম্প্রদায়ের একদেশদর্শী ধারণাগুলির মতো এটিকেও এবার অতিক্রম করা দরকার, কেননা এতে লোকের মাথায় কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হয়, অথচ বিষয়টিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করার উপায় এখন পাওয়া গেছে।

আমি এখানেই শেষ করছি, যদিও বর্তমান কর্মসূচির প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ সমালোচনা করার যোগ্য, তার উপর এর ভাষাটাও হয়েছে জোলো আর নীরস। এই কর্মসূচির চরিত্র এমনই যে এটি গৃহীত হলে তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত **নতুন** পার্টির প্রতি মার্কস বা আমি **কখনও** আনুগত্য স্বীকার করতে পারব না এবং (এমন কি প্রকাশ্যেও) এর প্রতি কী মনোভাব গ্রহণ করব সেকথা আমাদের খুব গুরুত্ব দিয়েই বিচার করতে হবে। আপনার মনে রাখা দরকার যে, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রতিটি উক্তি ও কাজের জন্য বিদেশে **আমাদেরই** দায়ী করা হয়। যেমন করেছেন বাকুনিন তাঁর 'রাষ্ট্রসত্তা ও নৈরাজ্য' পুস্তকে, সেখানে *Demokratisches Wochenblatt* (২০) প্রথম প্রকাশের পর থেকে লিব্‌ক্নেখ্‌টের বলা বা লেখা প্রতিটি বেহিসাবী কথার জন্য আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। আমরা এখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা চালাচ্ছি — এই কথা ভাবতেই লোকের ভালো লাগে, অথচ আমার মতোই ভালোভাবে আপনিও জানেন যে, আমরা প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি নি, করে থাকলেও করেছি যখন আমাদের মতে কোনো ভুল, এবং **কেবল তত্ত্বগত** ভুল করা হয়েছে তখন সম্ভবমতো তার সংশোধনের জন্যই। কিন্তু আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এই কর্মসূচি হল একটা মোড় পরিবর্তন, যে পার্টি এমন কর্মসূচি মেনে নেয় তার প্রতি কোনও রকম দায়িত্ব এর ফলে অস্বীকার করতে আমরা সহজেই বাধ্য হতে পারি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনো পার্টির আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি সে আসলে কী করে তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেও, **নতুন** একটা কর্মসূচি

এবং চিঠিখানি গোপনে পাঠাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আটক পড়বে এ ঝুঁকি আমি নিতে চাই নি। এখন আবার ব্রাকের কাছ থেকে একখানা চিঠি সবে এসেছে, তাঁরও এই কর্মসূচি সম্পর্কে গভীর সন্দেহ আছে এবং আমাদের মতামত তিনি জানতে চেয়েছেন। তাই আমি এই চিঠিটি প্রথমেই তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি, যাতে তিনি এটি পড়তে পারেন আর আমায় আর একবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে না হয়। তাছাড়া, র‍্যামের কাছেও আমি নির্ভেজাল সত্যটা বলেছি, লিব্‌ক্লেখ্‌টের কাছে লিখেছি কেবল সংক্ষেপে। তাঁর অপরাধ আমি ক্ষমা করব না, কারণ সময় একেবারে পার হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে **একটি কথাও** তিনি আমাদের জানান নি (অথচ র‍্যাম এবং অন্যান্যদের ধারণা ছিল যে, তিনি আমাদের যথাযথ সংবাদ দিয়েছেন)। অবশ্য, এধরনের কাজ তিনি বরাবর করে এসেছেন, সেইজন্যই আমাদের দুজনের, মার্কস ও আমার, তাঁর সঙ্গে বহু পরিমাণ বিরক্তিকর চিঠিপত্র চালাতে হয়েছে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্তই খারাপ হয়ে উঠেছে এবং **নিশ্চতই সহযোগিতা করতে আমরা যাচ্ছি না।**

গ্রীষ্মে যাতে এখানে আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। বলা বাহুল্য, আপনি আমার বাড়িতেই থাকবেন, এবং আবহাওয়া ভালো থাকলে আমরা দিনকয়েকের জন্য সমুদ্রতীরে যেতে পারি, তাতে দীর্ঘ কারাভোগের পর আপনি খুবই উপকার পাবেন।

শুভেচ্ছাসহ,

ভবদীয় **ফ. এ.**

মার্কস সম্প্রতি একটি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেছেন। এখন তাঁর ঠিকানা: ৪১, মেটলেন্ড পার্ক, ক্রেসেন্ট, নর্থ-ওয়েস্ট, লন্ডন।

প্রথম প্রকাশ: আ. বেবেল-এর
'Aus meinem Leben' গ্রন্থে
খণ্ড ২, স্টুট্‌গার্ট, ১৯১১

উক্ত গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

এমন সাহস দেখাতে পারে এমন পার্টি আর কোথায়? এ কাজ আপাতত সাক্‌সনি ও ভিয়েনার *Arbeiter-Zeitung* এবং *Züricher Post* (২২) পত্রিকার উপরে রইল।

২১ নং *Neue Zeit* (২৩) পত্রিকায় এই চিঠিখানি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিজের উপরে নিয়ে বিশেষ সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু একথাও ভুলে যাবে না যে, যাই হোক, আমিই প্রথম ধাক্কাটা দিয়েছি, এবং তদুপরি কিছুটা পরিমাণে আমি তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলেছিলাম যে, তোমার গত্যন্তর ছিল না। তাই এ ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব আমার নিজের বলে আমি দাবি করছি। আর খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন মত তো অবশ্যই সর্বদাই থাকতে পারে। ডিট্‌স ও তুমি যাতে আপত্তি কর তার সবই আমি বাদ দিয়েছি ও বদল করেছি, এবং ডিট্‌স যদি আরও অংশ চিহ্নিত করে দিত, তাহলে আমি যথাসম্ভব গ্রহণেচ্ছু থাকতাম, তার প্রমাণ তোমাদের বরাবরই আমি দিয়ে এসেছি। কিন্তু আসল কথা হল কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা যখন উঠেছে তখন দলিলটা প্রকাশ করাই ছিল **আমার কর্তব্য**। আর বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, হালে অধিবেশনে লিব্‌ক্লেখ্‌ট তাঁর যে রিপোর্টে (২৪) এর কিছুকিছু অংশ বেমালুম নিজের সম্পত্তি বলে চালিয়েছেন এবং কিছুকিছু অংশকে মূলের উল্লেখ না করে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে খাড়া করেছেন, তারপর মার্কস নিশ্চয়ই মূল লেখাটিকে দিয়ে বিকৃতির মোকাবিলা করাতেন এবং তাঁর জায়গায় আমারও তাই করা ছিল কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, ঠিক সেই সময়ে দলিলটি আমার হাতে আসে নি। অনেক খোঁজার পর সেটি আমি উদ্ধার করেছি।

তুমি জানিয়েছ যে, বেবেল তোমার কাছে লিখেছেন যে, মার্কস যেভাবে লাসালের মূল্যায়ন করেছেন তাতে পুরনো লাসালীয়দের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছে। তা হয়ে থাকতে পারে। কী জান, এসব লোকে প্রকৃত কাহিনীটা জানে না, এবং তাদের সে সম্পর্কে অবহিত করলে মন্দ হয় না। এইসব লোক যদি একথা না জানে যে, লাসালের সমস্ত নামডাকের ভিত্তি হল এই যে, বছরের পর বছর মার্কস তাঁর নিজের গবেষণার ফলগুলিকে লাসালকে তাঁর নিজস্ব বলে জাহির করতে দিয়েছিলেন, এবং শুধু তাই নয়, অর্থতত্ত্বে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার দরুন বিকৃত করতে পর্যন্ত দিয়েছিলেন, তাহলে সে দোষ

দ্ব-বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জানে এবং তাও শ্বধ্ব রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে দেখে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার অনন্তকাল এমন কুসংস্কারের কাছে টুপি খ্বলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মার্কস ও লাসালের মধ্যে হিসাব-নিকাশ চিরদিনের মতো চুকিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। সে কাজ সম্পন্ন হল। আপাতত এতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি। তাছাড়া, বর্তমানে আমার অনেক অন্য কাজ আছে। লাসাল সম্পর্কে মার্কসের প্রকাশিত কঠোর রায়ের ফল নিজে থেকেই ফলবে এবং তাতে অপরেও সাহস পাবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমায় যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে আমার আর অন্য কোনো পথ থাকবে না: আমায় তখন চিরকালের মতো লাসাল উপাখ্যানকে সাঙ্গ করে দিতে হবে।

Neue Zeit পত্রিকার উপর সেন্সর চাপানো হোক বলে রাইখস্টাগ গ্রুপে যে কথা উঠেছে সেটা সত্যিই চমৎকার ব্যাপার। জিনিসটা কী— সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জর্বরী আইনের আমলে রাইখস্টাগ গ্রুপের একনায়কতন্ত্রের প্রেতাত্মা (যে একনায়কতন্ত্রের অবশ্য দরকার ছিল আর খ্বব ভালোভাবেই যা চালিত হয়েছে), না কি এর কারণ হল ফন শ্ভাইট্সারের প্র্বতন কঠোর শিক্ষাপ্রাপ্ত সংগঠনের স্মৃতি? বিসমার্কের সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন থেকে ম্বক্তির পর জার্মান সমাজতন্ত্রী বিজ্ঞানকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্তাদের নিজেদের তৈরি ও চালিত নতুন এক সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের অধীন করার ধারণাটি সত্যিই চমৎকার। কিন্তু তবে, নির্বন্ধ এই যে, গাছ কখনো আকাশ ছোঁবে না।*

Vorwärts (২৭) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ আমায় বিশেষ বিচলিত করে নি। কী ঘটেছে সেসম্পর্কে লিব্‌ক্লেখ্‌টের বিবরণের জন্য আমি অপেক্ষা করব এবং তারপর যতদ্বর সম্ভব বন্ধ্বর স্বরে উভয়েরই জবাব দেব। *Vorwärts* পত্রিকার প্রবন্ধের কয়েকটি মাত্র ভুল সংশোধন করা দরকার হবে (যেমন, আমরা নাকি ঐক্য চাই নি; ঘটনার দ্বারা নাকি মার্কসের ভুল প্রমাণিত হয়েছে, ইত্যাদি), আর দরকার হবে কয়েকটি স্বস্পষ্ট জিনিসের সমর্থন করা। এই জবাব দিয়েই আমি, আমার দিক থেকে, বর্তমান আলোচনা শেষ

---

* একটি জার্মান প্রবাদ, যার অর্থ: 'যাই হোক, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।' — সম্পাঃ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার' ভূমিকা (২৯)

প্রাচীন যুগের প্রাকৃতিক-দার্শনিক ধ্যান-ধারণা এবং আরবদের বিক্ষিপ্ত অথচ প্রভূত গুরুত্বসম্পন্ন যে আবিষ্কারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ না হতেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলির বিপরীতে একমাত্র আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানেরই একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছে। সমস্ত সাম্প্রতিকতর ইতিহাসেরই মতো এই আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানেরও শুরু হয়েছে সেই মহান যুগটি থেকে, যে যুগটিকে আমরা — জার্মানরা — নাম দিয়েছি আমাদের তৎকালীন জাতীয় বিপর্যয়ের নামে Reformation (৩০), ফরাসীরা যাকে বলে থাকে Renaissance এবং ইতালীয়রা বলে থাকে Cinquecento*, যদিও এই নামগুলির কোনোটির দ্বারা এই যুগের তাৎপর্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। এই যুগের উদ্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। শহরের বার্গারদের (burghers) সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজশক্তি ধ্বংস করল সামন্ত-অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে এবং প্রতিষ্ঠা করল মূলক জাতিসত্তা ভিত্তিক বড়ো বড়ো রাজতন্ত্র, তাদের মধ্যেই আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলির এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ ঘটেছে। শহরের বার্গার ও অভিজাতরা যখন পরস্পরের সঙ্গে যুঝছে সে সময়ই জার্মানির কৃষকযুদ্ধ শুধু বিদ্রোহী কৃষকদেরই নয়, সেটা তখন কোনো নতুন ঘটনা নয়, কৃষকদের পিছনে পিছনে হাতে লাল ঝাণ্ডা এবং মুখে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানার দাবিসহ আধুনিক প্রলেতারিয়েতের আদি পুরুষদের রঙ্গমঞ্চে এনে আগামী শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে ভবিষ্যৎবক্তাসুলভ

---

* সঠিক অর্থ: পঞ্চশত, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী। — সম্পাঃ

প্রায় ছিলেন না, যিনি বহু ভ্রমণ করেন নি, যাঁর চার-পাঁচটা ভাষার উপর দখল ছিল না, যিনি একাধিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখান নি। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি শুধু একজন বিরাট চিত্রশিল্পী ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন বিরাট গণিতবিদ, যন্ত্রবিদ ও ইঞ্জিনিয়রও ছিলেন। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখা অনেক মূল্যবান আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁর কাছেই ঋণী। আলব্রেখট ড্যুরার ছিলেন চিত্রশিল্পী, খোদাই-শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি এবং তাছাড়াও, দুর্গ নির্মাণের যে পদ্ধতির তিনি উদ্ভাবন করেন তার বহু ধারণাই অনেকদিন পরে আবার গ্রহণ করেন মঁতালাঁবের ও দুর্গ নির্মাণের আধুনিকতর জার্মান বিজ্ঞান। মেকিয়াভেলি ছিলেন রাষ্ট্রনীতিক, ঐতিহাসিক, কবি এবং তারই সঙ্গে তিনি ছিলেন আধুনিক কালের প্রথম উল্লেখযোগ্য সামরিক গ্রন্থপ্রণেতা। লুথার যে শুধু গির্জার অজিয়ান স্টেবল (৩১) পরিষ্কার করেছিলেন তাই নয়, জার্মান ভাষাকেও আবর্জনামুক্ত করেছিলেন। আধুনিক জার্মান গদ্য তাঁরই সৃষ্টি এবং যে উদাত্ত স্তোত্রটি ষোড়শ শতাব্দীর 'মার্সেইয়েজ' (৩২) হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কথা ও সুরও তিনি রচনা করেছিলেন। তখনকার দিনের নায়করা তখনও শ্রম-বিভাগের দাস হয়ে পড়েন নি, যে শ্রম-বিভাগের একপেশেমি সহ খর্বকারী প্রতিক্রিয়া আমরা প্রায়ই দেখতে পাই তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কিন্তু তাঁদের যা সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য তা এই যে, তাঁদের প্রায় সকলেই সমসাময়িক জীবনস্রোতের গভীরে, ব্যবহারিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাঁদের জীবন ও কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন। পক্ষ অবলম্বন করছেন তাঁরা, লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন, কেউ বক্তৃতা ও লেখার দ্বারা, কেউ তরবারি হাতে, অনেকে উভয়তই। সেখানেই তাঁদের চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও শক্তিমত্তা, যা তাঁদের পুরো মানুষ করে তুলেছে। পুঁথিসর্বস্ব মানুষ—এটা দেখা গেছে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই, তারা হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির মানুষ, নয় সাবধানী কূপমন্ডূক, যারা নিজেদের আঙুল পোড়াতে চায় না।

সেই সময়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানও চলছিল সাধারণ বিপ্লবের পরিস্থিতিতে এবং এই বিজ্ঞানটি নিজেও পুরোপুরি বৈপ্লবিক ছিল। তার কারণ, সংগ্রাম করে তবেই অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করতে হচ্ছিল তাকে। যে মহান ইতালীয়দের কাছ থেকে আধুনিক দর্শনের শুরু, তাদেরই পাশাপাশি ইনকুইজিশনের দাহমঞ্চ ও কারাগারের জন্য শহীদ জোগাতে হয়েছে

অধিকার করল এবং তারই সঙ্গে চলল, এরই পরিচারিকা হিসেবে গাণিতিক প্রণালীর উদ্ভাবন ও তাকে ত্রুটিহীন করা। মহৎ কীর্তি সম্পন্ন হয় এক্ষেত্রে। নিউটন ও লিনিয়স দ্বারা সূচিত এই পর্বসমাপ্তিতে দেখতে পাই যে, বিজ্ঞানের এই শাখাগুলি একটা পরিণতিতে পোঁছে গিয়েছে। প্রধানতম গাণিতিক প্রণালীগুলির মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হল: বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতি (analytical geometry) — প্রতিষ্ঠা করলেন প্রধানত দেকার্ত, লগারিথ্‌ম (logarithm) — নেপিয়ার এবং অন্তরকলন ও সমাকলন (differential and integral calculus) — লাইবনিট্‌স ও সম্ভবত নিউটন। ঘন বস্তু (solid bodies) সম্পর্কিত বলবিদ্যার (mechanics) ক্ষেত্রেও এই কথা বলা চলে, তার প্রধান নিয়মগুলি চিরকালের মতো স্পষ্ট করা হল। সর্বশেষে, সৌর-জগতের জ্যোতির্বিদ্যায় কেপলার আবিষ্কার করলেন গ্রহের গতির নিয়ম এবং সেই নিয়মকে নিউটন সূত্রায়িত করে দিলেন বস্তুর গতির সাধারণ নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা এই রকম একটা প্রাথমিক পরিণতিতেও এসে পোঁছতে পারে নি। এই পর্বের শেষ দিকেই মাত্র তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের বলবিদ্যার ক্ষেত্রে আরও চর্চা হয়েছিল।* প্রকৃত পদার্থবিদ্যা তখনও তার প্রাথমিক, গোড়ার অবস্থা থেকে একটুও এগিয়ে যেতে পারে নি, ব্যতিক্রম হয়েছে কেবল আলোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (optics)। তার অসাধারণ অগ্রগতি যে হয়েছে তা জ্যোতির্বিদ্যার বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই। ফ্লজিস্টিক তত্ত্ব (৩৪) দিয়ে রসায়ন তখন কেবলমাত্র আলকেমির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে, ভূতত্ত্ব তখনও মণিকবিদ্যার ভ্রূণাবস্থার বাইরে যেতে পারে নি; এবং সেইজন্যই পুরাজীববিদ্যা তখন পর্যন্ত গড়ে উঠতেই পারে নি। সর্বশেষ, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রধান কাজ ছিল — উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যারই শুধু নয়, প্রকৃত শারীরসংস্থানগত ও শারীরবৃত্তীয় প্রচুর মালমশলাও সংগ্রহ ও প্রাথমিক বাছাই করা। তখনও পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের প্রাণরূপের নিজেদের মধ্যে তুলনা করার, তাদের

---

* পাণ্ডুলিপিতে পার্শ্বটীকা: 'আল্প্‌স্‌ পার্বত্য নদীগুলি নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে তরিচেলি'। — সম্পাঃ

জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং এমন কি উপাদান বাছাইয়ের দিক দিয়েও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রাচীন গ্রীকদের চেয়ে যেমন উঁচুতে, সে উপাদানসমূহের উপর ভাবাদর্শগত দখল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তা ঠিক তেমনি নিচুতে। গ্রীক দার্শনিকদের মতে বিশ্ব হচ্ছে মূলত সেইরকমই এক ব্যাপার যার উদ্ভব হয়েছে সংপ্লব (chaos) থেকে, যা বিকশিত হয়েছে, যা হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি তখনকার প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে বিশ্ব হচ্ছে শিলীভূত, অপরিবর্তনীয় একটা কিছু; এবং এঁদের অধিকাংশের কাছেই তা একেবারে এক লহমায় তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞান তখনও ধর্মতত্ত্বের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান তখন সবকিছুরই চূড়ান্ত কারণ হিসেবে খুঁজতে চাইত ও খুঁজে পেত এমন এক প্রকৃতি-বহির্ভূত তাড়না যাকে প্রকৃতির কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমন যে আকর্ষণ শক্তিটি নিউটন কর্তৃক বিশ্ব মহাকর্ষ রূপে সাড়ম্বরে ঘোষিত হল, সেই আকর্ষণ শক্তিকে যদি বস্তুর একটি মৌলিক ধর্ম বলেই ধরা হয়, তাহলে অব্যাখ্যাত যে স্পর্শক শক্তির (tangential force) ফলে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ তৈরি হয়েছে, সেটি আসছে কোথা থেকে? অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও উদ্ভিদের উদ্ভবই বা হল কেমন করে? সর্বোপরি, মানুষ এল কেমন করে, কেননা, এটা তো স্থিরনিশ্চিত যে, মানুষ অনাদিকাল থেকে ছিল না। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃতিবিজ্ঞান অতি প্রায়শই সর্ববস্তুর সৃষ্টিকর্তাকেই দায়ী করে দিত। এই পর্বের শুরুতে কোপের্নিকাস ধর্মতত্ত্বকে বাতিল করছেন এবং নিউটন পর্বান্ত করছেন এক স্বর্গীয় প্রথম তাড়না প্রকল্প দিয়ে। আলোচিত পর্বের প্রকৃতিবিজ্ঞান যে সর্বোচ্চ সাধারণ বোধে পৌঁছায় সেটি হচ্ছে প্রকৃতি-ব্যবস্থায় একটা উদ্দেশ্যময়তার বোধ, ভল্ফের সেই অগভীর পরমলক্ষ্যবাদ (teleology) যাতে বিড়ালের সৃষ্টি হয়েছে ইঁদুর খাবার জন্য, ইঁদুরের সৃষ্টি হয়েছে বিড়ালের খাদ্য হবার জন্য এবং সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টিকর্তার বিচক্ষণতা প্রমাণের জন্য। সেই সময়কার দর্শনের এটা একটা বিশেষ যোগ্যতারই পরিচয় যে, সে দর্শন প্রকৃতি সম্বন্ধে সমসাময়িক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিজেকে বিপথগামী হতে দেয় নি, স্পিনোজা থেকে আরম্ভ করে মহান ফরাসী বস্তুবাদীরা পর্যন্ত সে দর্শন বিশ্ব থেকেই বিশ্বকে ব্যাখ্যার

প্রকৃতিসম্বন্ধীয় এই প্রস্তরীভূত ধারণা প্রথম যিনি ভাঙলেন তিনি কোনো প্রকৃতিবিজ্ঞানী নন, তিনি হচ্ছেন একজন দার্শনিক। ১৭৫৫ সালে **কাণ্টের** 'সাধারণ প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নভঃতত্ত্ব' প্রকাশিত হল। প্রথম তাড়নার প্রশ্নটি বাতিল করা হল। পৃথিবী ও সমগ্র সৌর-জগৎটিকে দেখানো হল এমন একটি বস্তুরূপে যা কালক্রমে **গড়ে উঠেছে**। পদার্থবিদ্যা! অধিবিদ্যা থেকে সাবধান থেকো! (৩৬) — নিউটনের এই সতর্কবাণীর মধ্যে মননের প্রতি যে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের যদি সে বিতৃষ্ণা কিছু কম থাকত, তাহলে তাঁরা কাণ্টের এই একটিমাত্র প্রতিভাদীপ্ত উদ্ভাবন থেকেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন যার ফলে তাঁরা অবিরাম বিচ্যুতি ও ভুলপথে অপরিসীম সময় ও শ্রমের অপব্যয় থেকে বাঁচতেন। কারণ, পরবর্তী সমস্ত অগ্রগতির যাত্রাবিন্দুটি ছিল কাণ্টের আবিষ্কারের মধ্যে। পৃথিবী যদি গড়ে-ওঠা একটি ব্যাপার হয়, তাহলে পৃথিবীর বর্তমান ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত অবস্থা ও তার উদ্ভিদ ও জীবজন্তু এসবও একইরকমভাবে গড়ে-ওঠা ব্যাপার। পৃথিবীর তাহলে প্রসারগত সহ-অবস্থানের রূপে শুধু নয়, কালগত— পরম্পরার রূপেও একটা ইতিহাস আছে। যদি সঙ্গে সঙ্গেই এই পথে দৃঢ়ভাবে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া হত, তাহলে এতদিনে প্রকৃতিবিজ্ঞান আজকের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে যেত। কিন্তু দর্শনে আর কী সুফল হত? অনেক বছর পরে যতদিন না লাপ্লাস এবং হেরশেল কাণ্টের রচনার অন্তর্বস্তুকে আরও ব্যাখ্যা ও বিশদে প্রমাণিত করলেন এবং এইভাবে ক্রমশ 'নীহারিকা প্রকল্পটি' স্বীকৃতির আয়োজন করে দিলেন, ততদিন পর্যন্ত কাণ্টের রচনার আশু ফল কিছু হয় নি। পরবর্তী আবিষ্কারগুলির ফলে অবশেষে এই অনুমানের জয় সাধিত হল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: স্থির তারাগুলির প্রকৃত গতি; মহাশূন্যে প্রতিবন্ধক মাধ্যমের অস্তিত্ব প্রমাণ; বর্ণালীগত বিশ্লেষণ দ্বারা মহাজাগতিক বস্তুর রাসায়নিক অভিন্নতা এবং কাণ্ট অনুমিত ভাস্বর নীহারিকাবৎ পিণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ।*

---

* পাণ্ডুলিপিতে পার্শ্বটীকা: 'পৃথিবীর আবর্তনের উপর জোয়ার-ভাটার প্রতিবন্ধমূলক প্রক্রিয়ার বিষয়টিও কেবল এখন বোঝা গিয়েছে। এই বিষয়টিও কাণ্টেরই আবিষ্কৃত।' — সম্পাঃ

পরিবর্তনশীলতার ধারণা। কিন্তু শুধু ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্য হল একটা বড়ো শক্তি। অনেক বছর ধরে লাইয়েল নিজেই এই বিরোধকে দেখতে পান নি; লাইয়েলের ছাত্ররা তো আরও কম। তার একমাত্র কারণ হল সেই শ্রম-বিভাগ যা তখনকার প্রকৃতিবিজ্ঞানে ইতিমধ্যেই প্রাধান্য পেয়েছে, যার ফলে প্রত্যেকে তার নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে কমবেশি আবদ্ধ হয়ে পড়ে, খুব কম লোকই থাকে, যাদের সামগ্রিক দৃষ্টি নষ্ট হয় না।

ইতিমধ্যে পদার্থবিদ্যার বিরাট অগ্রগতি হয়েছে। তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি প্রায় একইসঙ্গে তার ফলাফলের সারসংকলন করেন ১৮৪২ সালে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের এই শাখাটির পক্ষে তা ছিল যুগান্তকারী। হিলব্রনে মেয়ার এবং ম্যাঞ্চেস্টারে জাউল প্রমাণ করে দেন যে, তাপ যন্ত্রশক্তিতে এবং যন্ত্রশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। তাপের যান্ত্রিক তুল্যমূল্য নির্ধারণের ফলে এটা তর্কাতীত হয়ে ওঠে। একই সময়ে গ্রোভ, পেশাগতভাবে যিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানী নন, ইংরেজ আইনজীবী, তিনি ইতিমধ্যেই উপনীত পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ফলাফলকে গুছিয়ে প্রমাণ করলেন যে, সমস্ত তথাকথিত ভৌত শক্তি— যান্ত্রিক শক্তি, তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চৌম্বক শক্তি, এমন কি তথাকথিত রাসায়নিক শক্তিও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শক্তির বিন্দুমাত্র ক্ষয় না ঘটিয়ে পরস্পরে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে পদার্থ অনুশীলন দ্বারা আরেকবার দেকার্তের এই প্রতিপাদ্যও প্রমাণিত হল যে, জগতে যে গতি রয়েছে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। তার ফলে বিশেষ বিশেষ ভৌত শক্তিগুলি, অর্থাৎ বলতে গেলে পদার্থবিদ্যার অপরিবর্তনীয় সব 'প্রজাতি', বস্তুর গতির বিভিন্নকৃত নানা রূপে পরিণত হল, যা এক থেকে অন্যে বদলে যাচ্ছে কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী। এই পরিমাণ ভৌত শক্তি বর্তমান, এই যে আপতিকতা তা বিজ্ঞান থেকে বর্জিত হল ভৌত শক্তির আন্তর্সংযোগ ও উত্তরণ প্রমাণিত হওয়ার পর। ইতিপূর্বে জ্যোতির্বিদ্যার মতো পদার্থবিদ্যাও যে ফলাফলে এসে পৌঁছল তা বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে অবধারিতভাবেই গতিষ্ণু বস্তুর চিরন্তন চক্রের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

লাভুয়াজিয়ে-র এবং বিশেষ করে ডলটনের পর থেকে রসায়নশাস্ত্রের চমকপ্রদ দ্রুত বিকাশের ফলে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় পুরনো ধারণার বিরুদ্ধে আর

অন্তর্ভুক্ত বলা কঠিন। পুরাজীববিদ্যা সংক্রান্ত বিবরণীর ফাঁকগুলো ক্রমেই বেশি করে পূরণ হয়ে যেতে লাগল এবং তার ফলে নিতান্ত একগুঁয়ে ব্যক্তিকেও স্বীকার করতে হল যে, সামগ্রিকভাবে জীবজগতের বিবর্তন-ইতিহাস ও স্বতন্ত্রভাবে জীবসত্তাগুলির বিবর্তন-ইতিহাস এই দুইয়ের মধ্যে এক জাজ্বল্যমান সমান্তরাল ধারা আছে। যে গোলকধাঁধার মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা ক্রমশই বেশি করে হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার আরিয়াদ্‌নে-র সূত্র (৩৯) পাওয়া গেল। বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার যে, সৌর-জগতের চিরন্তনতার নীতির বিরুদ্ধে কাণ্টের আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ১৭৫৯ সালে প্রজাতিসমূহের নির্দিষ্টতার ধারণার বিরুদ্ধে ভল্‌ফও প্রথম আক্রমণ করলেন ও বংশগতির তত্ত্ব ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে যেটা শুধু একটা চমৎকার অনুমানমাত্র ছিল, সেটাই অকেন, লামার্ক ও বেয়েরের হাতে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করল এবং সেটাকেই ঠিক একশো বছর পরে ১৮৫৯ সালে ডারউইন বিজয় গর্বে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রায় এই সঙ্গেই দেখা গেল, যে কোষ ও প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্ (protoplasm) আগে সমস্ত জীবসত্তার শেষ গঠনগত উপকরণ বলেই সাব্যস্ত হয়েছিল, তাকে স্বাধীনভাবে জীবন্ত সর্বনিম্ন জৈব রূপ হিসেবেও পাওয়া যাচ্ছে। এই আবিষ্কারের ফলে শুধু যে জৈব ও অজৈব প্রকৃতির মধ্যকার ব্যবধানই ন্যূনতম হয়ে গেল তাই নয়; জীবসত্তার ক্রমোদ্ভবের তত্ত্বে পূর্বে যে প্রধান মূল বাধাটি ছিল সেটাও এর ফলে দূর হয়ে গেল। প্রকৃতি সম্বন্ধে এই নব বোধ তার সমস্ত প্রধান প্রধান দিক থেকে সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠল: সমস্তরকমের অনড়তা ভেঙে গেল; সব স্থিরতা খসে গেল; যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে চিরন্তন মনে করা হত, সেগুলি হয়ে উঠল অস্থায়ী, প্রমাণিত হল যে, প্রকৃতির সবটাই চিরন্তন প্রবাহ ও চক্রে ধাবিত।

* * *

এইভাবে আমরা আবার ফিরে গেলাম গ্রীক দর্শনের মহান প্রতিষ্ঠাতাদের মননভঙ্গিতে: ক্ষুদ্রতম কণিকা থেকে বৃহত্তম বস্তু পর্যন্ত, বালুকণা থেকে সূর্য পর্যন্ত, প্রটিস্টা (৪০) থেকে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত

এই একটি পৃথক নীহারিকাপিণ্ড থেকে কী ভাবে সৌর-জগৎ বিকশিত হয়ে ওঠে তা অদ্যাবধি অতুলনীয় এক কৃতিত্বে বিশদভাবে দেখিয়েছেন লাপ্লাস। পরবর্তীকালের বিজ্ঞান তাঁর কথাকে ক্রমেই বেশি করে সমর্থন করেছে।

এইভাবে স্বতন্ত্র এক একটা জ্যোতিষ্ক যা তৈরি হল, সূর্য তথা তার গ্রহ ও উপগ্রহ—এই সবের মধ্যে প্রথমে পদার্থের যে গতিরূপটার প্রাধান্য থাকে তাকে আমরা বলি তাপ। এমন কি এখনও সূর্যের মধ্যে যে তাপ রয়েছে সেই তাপমাত্রার মধ্যে উপাদানগুলির রাসায়নিক যৌগিকের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এইরকম অবস্থায় তাপ কী পরিমাণে বিদ্যুৎ বা চৌম্বক শক্তিতে পরিণত হয় তা ক্রমাগত সৌর পর্যবেক্ষণের পরই দেখা যাবে। একথা আজ প্রমাণিত বললেই চলে যে, সূর্যের মধ্যে যে যান্ত্রিক গতি আছে তার উদ্ভব একান্তই তাপের সঙ্গে অভিকর্ষের সংঘাত থেকে।

এক একটা জ্যোতিষ্ক যতই ছোটো, ততই তাড়াতাড়ি তা ঠান্ডা হয়। সবার আগে হয় উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, উল্কা,—আমাদের চাঁদ যেমন বহু আগেই নির্বাপিত হয়ে গেছে। গ্রহগুলি হয় আরও ধীরে, এবং কেন্দ্রীয় জ্যোতিষ্কটি হয় সবচেয়ে ধীরে।

ক্রমিক শীতলভবনের সঙ্গে সঙ্গে গতির যে ভৌত রূপগুলি পরস্পরে রূপান্তরিত হতে থাকে তারা ক্রমশই সামনে আসে ও নিজেদের জাহির করে, অবশেষে এমন একটা পর্যায় আসে যখন রাসায়নিক আকর্ষণ দেখা দিতে থাকে, পূর্বের রাসায়নিকভাবে অভিন্ন উপাদানগুলি একের পর এক রাসায়নিকভাবে বিভিন্ন হয়ে উঠতে থাকে, রাসায়নিক ধর্ম অর্জন করে ও পরস্পর যৌগিক মিলনে বাঁধা পড়ে। এগুলি ক্রমাগত বদলাতে থাকে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যা শুধু আলাদা আলাদা উপাদানগুলিকেই নয়, উপাদানের আলাদা আলাদা সংযোজনকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে গ্যাসীয় পদার্থের একাংশের প্রথমে তরল ও পরে ঘন পদার্থে রূপান্তর এবং এভাবে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেও তা বদলায়।

গ্রহের উপরিভাগটি শক্ত হয়ে আসে এবং উপরে জল সঞ্চিত হয় সেটা ঠিক সেই সময় যখন কেন্দ্রীয় জ্যোতিষ্ক থেকে প্রাপ্ত তাপের তুলনায় গ্রহের নিজস্ব উত্তাপ ক্রমশই বেশি বেশি হ্রাস পেতে থাকে। তার আবহমণ্ডল হয়ে

মানুষের উদ্ভবও পৃথকীভবনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং সেটা শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, অর্থাৎ একটিমাত্র ডিম্বকোষ থেকে প্রকৃতিসৃষ্ট জটিলতম জীবসত্তা হিসেবে পৃথকীভূত হওয়া নয়, ইতিহাসগত হিসেবেও। হাজার হাজার বছরের সংগ্রামের পর যখন হাত আর পায়ের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা গেছে, তখনই মানুষ বানর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারল এবং ভিত্তি রচিত হল পৃথকোচ্চারিত কথার ও মস্তিষ্কের সেই প্রবল বিকাশের যা সেই থেকে মানুষ ও বানরের মধ্যকার ব্যবধানকে একেবারে অনতিক্রম্য করে দিয়েছে। শুরু হল হাতের বিশেষ ব্যবহার, যার অর্থ **হাতিয়ারের** উদ্ভব এবং হাতিয়ারের অর্থ বৈশিষ্ট্যসূচক মানবিক ক্রিয়া, প্রকৃতির উপর মানুষের রূপান্তরকারী প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ উৎপাদন। সংকীর্ণতর অর্থে জীবজন্তুরও হাতিয়ার আছে, কিন্তু সেটা হল তাদের দেহেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন দেখা যায় পিঁপড়া, মৌমাছি, বীবর প্রভৃতির ক্ষেত্রে। জীবজন্তুরাও উৎপাদন করে, তবে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতিতে তাদের উৎপাদনপ্রসূত প্রভাব প্রায় কিছুই নয়। একমাত্র মানুষই প্রকৃতির উপর নিজের ছাপ মেরে দিতে পেরেছে: শুধু উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আলাদা আলাদা প্রজাতিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নয়, তার নিজের বাসস্থানের জলবায়ু এবং বাইরের চেহারাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে, এমন কি গাছপালা ও জীবজন্তুগুলিকেও এমনভাবে বদলিয়ে দিয়ে যে একমাত্র পৃথিবীটার সামগ্রিক নির্বাপণ ছাড়া মানুষের কার্যকলাপের এইসব ফলাফলের অবলোপ কিছুতেই হবে না। এবং এই কার্য মানুষ সাধন করেছে প্রধানত এবং মূলত তার **হাতের** সাহায্যে। এমন কি প্রকৃতির রূপান্তরের জন্য মানুষের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী যে হাতিয়ার সেই বাষ্পযন্ত্রও হাতিয়ার বলেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে হাতের উপর। কিন্তু ধাপে ধাপে হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ হল মস্তিষ্কেরও, দেখা দিল চৈতন্য, প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনের ফলাফলগুলি সৃষ্টি করার অবস্থা সম্বন্ধে চেতনা, তারপরে, তার ভিত্তিতে অধিকতর ভাগ্যবান জাতিগুলির মধ্যে এল সেইসব প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি যা এই সব প্রয়োজনীয় ফলাফল নিশ্চিত করে দেয়। আর প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাবার উপায়ও

কিন্তু উৎপাদনের এই উন্নতির ফল হয়েছে কী? ফল হয়েছে ক্রমবর্ধমান অতিরিক্ত শ্রম এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা, এবং প্রতি দশ বছর অন্তর এক একটি প্রচণ্ড সংকট। অবাধ প্রতিযোগিতা ও জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম, অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক কীর্তি বলে ঘোষণা করেন, সেটা যে **জীবজগতেরই** স্বাভাবিক অবস্থা, এইটে দেখিয়ে ডারউইন মানবজাতির উদ্দেশে এবং বিশেষ করে তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে কী তিক্ত ব্যঙ্গ করে গেলেন সেটা তিনি জানতেন না। সাধারণভাবে উৎপাদন যেমন বাকি জীবজগৎ থেকে মানুষকে প্রজাতি হিসেবে উন্নীত করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি সামাজিকভাবে মানুষকে অন্য জীবজগতের থেকে উন্নীত করতে পারে শুধু সামাজিক উৎপাদনের সচেতন সংগঠন,—যার মধ্যে উৎপাদন ও বণ্টন হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী। ইতিহাসের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই এইরকম সংগঠন আরও অপরিহার্য ও সম্ভব হয়ে উঠছে। সেই থেকেই ইতিহাসের এক নতুন যুগ শুরু হবে, যে যুগে মানুষের নিজের এবং তার সঙ্গে তার কার্যকলাপের সমস্ত শাখার, বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের এমন অগ্রগতি দেখা যাবে, যার সামনে আগেকার সমস্ত অগ্রগতি ম্লান হয়ে যাবে।

তাহলেও, 'যাকিছু উদ্ভূত হয় তার বিলোপ ন্যায্য'।* কোটি কোটি বছর কেটে যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু এসে যেতে পারে, তবু অমোঘ নিয়মের মতোই এমন একদিন আসবে যখন সূর্যের উত্তাপ হ্রাস পেতে পেতে এমন হবে যাতে মেরুপ্রদেশ থেকে এগিয়ে আসা বরফকে আর গলাতে পারবে না; যখন মানুষ ক্রমেই বেশি করে বিষুবরেখা অঞ্চলে এসে ভিড় করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেও জীবনধারণের উপযুক্ত উত্তাপ পাবে না; যখন ক্রমশ জীবসত্তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে; চাঁদের মতো নির্বাপিত ও জমে যাওয়া একটা গোলক হিসেবে গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীটা তখন সমান নির্বাপিত সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হতে থাকবে ক্রমশ সংকীর্ণ কক্ষপথে ও পরিশেষে তার উপর গিয়ে পড়বে। কোনো কোনো গ্রহের এই অবস্থা হবে পৃথিবীর আগেই, কোনো কোনো গ্রহের হবে পরে। সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাধীন বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ সমেত যে

* গ্যেটে, 'ফাউস্ট', ১ম অংশ, ৩য় দৃশ্য। — সম্পাঃ

ও বিভাজন, জীবন ও সর্বশেষে চেতনা—এসবই বস্তুর গতি। এই কথা যদি বলা হয় যে, বস্তু তার অস্তিত্বের সমগ্র অনন্তকালের মধ্যে কেবল একবার এবং তার চিরন্তনতার তুলনায় মাত্র অসীম ক্ষুদ্র একটু সময়ের জন্য তার গতিকে পৃথকীভূত করতে এবং তাতে করে সে গতির সমগ্র ঐশ্বর্য বিকশিত করে তুলতে পেরেছিল এবং তার পূর্বে ও পরে বস্তুর গতি চিরকাল ধরে শুধুমাত্র স্থান-পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, তবে সেকথা বলা আর বস্তুকে মরণশীল ও গতিকে ক্ষণস্থায়ী বলার অর্থ একই। গতির অবিনাশ্যতাকে শুধু পরিমাণগতভাবে নয়, গুণগতভাবেও বুঝতে হবে। যে বস্তুর নিছক যান্ত্রিক স্থান-পরিবর্তন নিশ্চয়ই অনুকূল অবস্থায় তাপ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও জীবনে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু সেই অনুকূল অবস্থা যে বস্তু নিজের ভিতর থেকে সৃষ্টি করতে পারে না, এইরকম বস্তুর **গতি বাজেয়াপ্ত গতি;** যে গতির বিভিন্ন উপযোগী রূপে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছে, যে গতির তখনও dynamis* থাকতে পারে বটে, কিন্তু energeia** থাকে না, এবং তাই তা আংশিকভাবে ধ্বংস পেয়েছে। দুই কিন্তু অকল্পনীয়।

এইটুকু নিশ্চিত যে: এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপটির পদার্থ এমন এক পরিমাণ গতিকে—সে গতিটি কী রকম তা অবশ্য এখনও আমরা জানি না—উত্তাপে রূপান্তরিত করেছিল, যা থেকে অন্তত দুই কোটি তারা সমেত (ম্যাডলারের মতানুযায়ী) বহু সৌর-জগৎ বিকাশ লাভ করতে পেরেছিল, যার ক্রমিক বিনাশও সমান নিশ্চিত। এই রূপান্তর হল কী ভাবে? আমাদের এই সৌর-জগতের ভবিষ্যৎ caput mortuum*** আবার কোনোদিন নতুন সৌর-জগতের কাঁচামালে পরিবর্তিত হবে কিনা সেবিষয়ে ফাদার সেকি যেমন কম জানেন, উপরোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কেও আমরা ঠিক তেমনি কম জানি। কিন্তু তাহলে, হয় আমাদের নির্ভর করতে

---

* Dynamis — সম্ভাব্যতা। — সম্পাঃ

** Energeia — কার্যকারিতা। — সম্পাঃ

*** Caput mortuum — আক্ষরিকভাবে 'মৃত মস্তক', এখানে 'মৃত অবশেষ', এই অর্থে। — সম্পাঃ

হয় যে, শূন্যস্থ সত্তাগুলি একের পর এক পরস্পরের উপর পতিত হওয়ায় তাদের সমস্ত যান্ত্রিক গতি তাপে রূপান্তরিত হবে ও সেই তাপ মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়বে, সুতরাং, 'শক্তির অবিনশ্বরতা' সত্ত্বেও সাধারণভাবে সমস্ত গতির অবসান ঘটবে। (এই প্রসঙ্গে, এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, 'গতির অবিনশ্বরতার' বদলে 'শক্তির অবিনশ্বরতা' কথা বলাটি কী রকম অসঙ্গত।) সুতরাং, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মহাশূন্যে বিকিরিত তাপ কোনোভাবে অন্য একধরনের গতিতে নিশ্চয় রূপান্তরিত হতে সক্ষম এবং তাতে করে তা ফের সঞ্চিত ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারবে। কী ভাবে, তা দেখানো হবে ভবিষ্যতের প্রকৃতিবিজ্ঞানের কর্তব্য। এতে নির্বাপিত সূর্য থেকে আবার প্রজ্জ্বলিত বাষ্পে রূপান্তর হওয়ার প্রধান অসুবিধাটা আর থাকে না।

তাছাড়া, অনন্তকালের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে জগৎগুলির চিরন্তন পুনরাবৃত্তির কথাটা তো অনন্ত মহাশূন্যে অসংখ্য জগতের সহাবস্থানেরই যুক্তিসম্মত অনুপূরণমাত্র। এই নীতির প্রয়োজনীয়তাকে ড্রেপারের মতো তত্ত্ব-বিরোধী ইয়াংকী মস্তিষ্কও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।*

এ হচ্ছে পদার্থের গতির একটা চিরন্তন চক্র। এই চক্র অবশ্যই তার কক্ষ সম্পূর্ণ করে এমন পর্বকালে যার পরিমাপ করার জন্য আমাদের জাগতিক বছর মোটেই যথেষ্ট নয়, এই চক্রে সর্বোচ্চ বিকাশের কালটুকু, অর্থাৎ জৈব-জীবনের কালটুকু, এবং ততোধিক, আত্মচেতন ও প্রকৃতি-চেতন জীবের জীবনকালটুকু ঠিক তেমনি নগণ্য যেমন নগণ্য সে জীবন ও আত্মচৈতন্যের ক্রিয়াক্ষেত্রটুকু; এ চক্রে পদার্থের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি নির্দিষ্টরূপ—তা সে সূর্যই হোক বা নীহারিকা হোক, স্বতন্ত্র কোনো প্রাণীই হোক আর প্রাণী-প্রজাতিই হোক, রাসায়নিক সংযোজনই হোক আর রাসায়নিক বিভাজন হোক,—সবই সমান ক্ষণস্থায়ী; সেখানে চিরন্তনভাবে

---

* 'অনন্ত মহাশূন্যে জগতের অসংখ্যতা থেকে এই ধারণাই আসে যে, অনন্তকালের ক্ষেত্রে জগৎসমূহের ক্রমপর্যায় চলেছে।' ড্রেপার, 'ইউরোপের মনন বিকাশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫। Y. W. Draper, 'History of the Intellectual Development of Europe', vols. 2, p. (325). (এঙ্গেলসের টীকা।)

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

‘[অ্যাণ্টি]-ড্যুরিং’এর পুরনো ভূমিকা

ডায়ালেকটিকস প্রসঙ্গে

নিম্নলিখিত রচনাটি কোনোক্রমেই এক ‘আন্তর প্রেরণা’-সম্ভূত নয়। বরং, শ্রীযুক্ত ড্যুরিংয়ের নবতম সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের দিকে সমালোচনার আলোক চালিত করার জন্য আমাকে রাজী করাতে আমার বন্ধু লিব্‌ক্লেখ্‌টকে যে কী প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হয়েছে, তা তিনিই বলতে পারবেন। সে-কাজ করতে একবার মনস্থির করার পর, নতুন এক দার্শনিক মতবাদের সাম্প্রতিকতম বাস্তব ফলস্বরূপ হওয়ার দাবিদার এই তত্ত্বটিকে এই মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করে সযত্নে পরীক্ষা করা ছাড়া, এবং এইভাবে গোটা মতবাদটিকেই পরীক্ষা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। শ্রীযুক্ত ড্যুরিং যে বিশাল এলাকায় সম্ভাব্য সবকিছুর কথা এবং অন্যকিছুর কথাও বলেছেন, সেখানে তাঁকে অনুসরণ করতে আমি অতএব বাধ্য হয়েছি। ১৮৭৭ সালের গোড়ার দিক থেকে শুরু করে লাইপজিগের *Vorwärts* (৪২) পত্রিকায় পর পর যে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখানে যা গ্রথিত সমগ্ররূপে উপস্থিত করা হয়েছে, তার সূত্রপাত ঘটেছিল এইভাবে।

বিষয়টির চরিত্রের দরুন, সমস্ত আত্মপ্রশস্তি সত্ত্বেও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এক মতবাদের সমালোচনা যখন এমন বিশদভাবে [illegible] করা হচ্ছে তখন তার অজুহাত হিসেবে দুটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিকে, যেসব বিতর্কমূলক প্রশ্ন আজ রীতিমত সাধারণ বৈজ্ঞানিক অথবা বাস্তব কৌতূহলের বিষয় সেসম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক রূপে তুলে ধরার সুযোগ এই সমালোচনা আমাকে দিয়েছে। আর যদিও শ্রীযুক্ত ড্যুরিংয়ের মতবাদের বিকল্প হিসেবে আরেকটি মতবাদ উপস্থিত করার ন্যূনতম অভিপ্রায় আমার নেই, আশা করা যেতে পারে যে, আমার

প্রকৃতিবিজ্ঞান ব্যতিরেকে বর্তমান মুহূর্তে প্রায় সবকিছুরই অবস্থা খারাপ, সে-দেশে আমাদের শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষণীয় সুস্থ অবস্থার আরও একটি প্রমাণ।

নাগেলি যখন মিউনিখে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের সভায় এই চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানুষের জ্ঞান কখনোই সর্বজ্ঞতার চরিত্র লাভ করবে না, তখন তিনি নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত ড্যুরিংয়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। এই কৃতিত্বগুলি আমায় বাধ্য করেছে এমন কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতে, যেখানে আমি বড়ো জোর ঘোরাফেরা করতে পারি পল্লবগ্রাহী হিসেবে। একথা বিশেষ করে প্রযোজ্য প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, এযাবৎ যেখানে 'ইতরজনের' পক্ষে কিছু বলতে চাওয়াকে ধৃষ্টতারও অধিক বলে প্রায়শই বিবেচনা করা হত। আমি অবশ্য সেই মিউনিখেই হের ভিরহোভের উচ্চারিত এবং অন্যত্র অধিকতর বিশদভাবে আলোচিত এক নীতিবাক্যের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছি: সেটি এই যে, নিজস্ব বিশেষ বিষয়ের বাইরে প্রত্যেক প্রকৃতিবিজ্ঞানীই নিতান্ত অর্ধ-দীক্ষিত (৪৪), vulgo* ইতরজন। সেইহেতু, ঠিক যেমন একজন বিশেষজ্ঞ সময়ে-সময়ে আশপাশের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে প্রবেশ করতে পারেন এবং অবশ্যই করেন, এবং সেখানে ছোটখাট ভুলত্রুটি ও ভাবপ্রকাশের অপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের প্রশ্রয় পেয়ে থাকেন, তেমনি আমি আমার সাধারণ তত্ত্বগত অভিমত প্রমাণ করার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও প্রকৃতির নিয়ম উল্লেখ করার স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি, এবং আশা করি যে, সেই একই প্রশ্রয়ের ভরসা আমি করতে পারি। প্রকৃতিবিজ্ঞানী আজ যে অপ্রতিরোধ্যতায় বাধ্যতামূলকভাবেই সাধারণ তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের লব্ধ ফলাফল সেই অপ্রতিরোধ্যতায় তত্ত্বগত বিষয়ে ব্যাপৃত প্রত্যেকের কাছেই নিজেকে অবশ্যমান্য করে তোলে। আর এখানে কিছুটা ক্ষতিপূরণ ঘটে। তাত্ত্বিকরা যদি প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্ধ-দীক্ষিত হন, তাহলে আজ প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাও প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বের ক্ষেত্রে, এযাবৎ যাকে দর্শন বলা হত তার ক্ষেত্রে ঠিক সেইরকমই অর্ধ-দীক্ষিত।

---

* সাধারণ কথা বললে। — সম্পাঃ

এই বিজ্ঞানেরই প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহের এক মানদণ্ড যোগায়। কিন্তু, এখানে দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব রীতিমত ঘন ঘন এবং প্রকটভাবেই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বহু শতাব্দী আগে দর্শনে যেসমস্ত প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল, যেগুলি প্রায়শই বহুকাল আগে দর্শনগতভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে, তত্ত্বগত সিদ্ধান্তপ্রণেতা প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝেই সেগুলিকে উপস্থিত করেন আনকোরা নতুন জ্ঞান হিসেবে এবং তা এমন কি কিছুকালের জন্য কায়দাদুরস্তও হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক তাপ-তত্ত্বের এক বিরাট কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে এই যে নতুন নতুন প্রমাণের সাহায্যে তা শক্তি সংরক্ষণের তত্ত্বকে বলীয়ান করেছে এবং তাকে আরেকবার পুরোভাগে স্থাপন করেছে; কিন্তু সম্মানীয় পদার্থবিজ্ঞানীরা যদি স্মরণ করতেন যে, দেকার্ত ইতিপূর্বেই তা সূত্রায়িত করেছিলেন, তাহলে এই নীতিটি কি দৃশ্যপটে পুরোপুরি এত নতুন কিছু বলে আত্মপ্রকাশ করতে পারত? পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যেহেতু আরেকবার প্রায় একান্তভাবেই অণু ও পরমাণু নিয়ে কাজ করছে, সেইহেতু প্রাচীন গ্রীসের পারমাণবিক দর্শন আবশ্যিকভাবেই আবার সামনে চলে এসেছে। কিন্তু, এমন কি তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠরা পর্যন্ত তাকে কী ভাসা-ভাসাভাবেই না বিচার করেন! তাই কেকুলে আমাদের বলেন ('রসায়নশাস্ত্রের লক্ষ্য ও কৃতিত্ব' পুস্তিকা) যে, লিউসিপ্পাসের পরিবর্তে ডিমোক্রিটসই এর উদ্ভাবনা করেছিলেন এবং তিনি এই মত পোষণ করেন যে, ডলটনই সর্বপ্রথম গুণগতভাবে পৃথক মৌলিক পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমান করেছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্যসূচক ওজন তাদের ক্ষেত্রে আরোপ করেছিলেন। অথচ যেকেউ দিওজেনিস লায়েরশিয়াস-এ পড়ে দেখতে পারেন (১০ খণ্ড, §§ ৪৩-৪৪ ও ৬১) যে, এর আগেই এপিকিউরাস পরমাণুর ক্ষেত্রে শুধু বিস্তার ও আকৃতির পার্থক্যই নয়, **ওজনের** পার্থক্যও আরোপ করেছিলেন, অর্থাৎ, তাঁর মতো করে তিনি পারমাণবিক ওজন ও পারমাণবিক আয়তনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

১৮৪৮ সালটি জার্মানিতে অন্যদিক দিয়ে কোনো কিছুরই উপসংহার ঘটাতে পারে নি, একমাত্র দর্শনের ক্ষেত্রে সেখানে সে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল। নিজেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে, একদিকে,

যাওয়া ছাড়া সত্যিই পরিত্রাণের অন্য কোনো পথ, স্বচ্ছতা অর্জনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে নানানভাবে। তা ঘটতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, নিছক প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিরই শক্তিতে, যে আবিষ্কারগুলি অধিবিদ্যার পুরনো প্রোক্রাস্টের শয্যায় (৪৫) নিজেদের জোর করে ঢোকাতে দিতে আর রাজী নয়। কিন্তু সেটা এক দীর্ঘস্থায়ী, শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রচণ্ড পরিমাণ অনাবশ্যক সংঘর্ষ অতিক্রম করতে হবে। সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই অনেকাংশে চলছে, বিশেষ করে জীববিদ্যায়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকরা যদি ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান ধরনগুলিতে দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতেন তাহলে তাকে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করা যেত। এই ধরনগুলির মধ্যে দুটি আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাছে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে।

তার প্রথমটি হল গ্রীক দর্শন। এখানে দ্বন্দ্বমূলক চিন্তা এখনও তার আদি সরলতায় দেখা দেয়; সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিবিদ্যা— ইংলণ্ডে বেকন ও লক্, জার্মানিতে ভল্‌ফ—তার নিজের পথে যে মনোরম প্রতিবন্ধক* স্থাপন করেছিল এবং যা দিয়ে সে অংশ সম্পর্কে বোধ থেকে সমগ্র সম্পর্কে বোধের দিকে, বস্তুনিচয়ের সাধারণ পরস্পরসম্পর্ক বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভের দিকে নিজের অগ্রগতিকে রোধ করেছে। সেই মনোরম প্রতিবন্ধক এখনও তাকে বিঘ্নিত করে নি। গ্রীকদের মধ্যে—তারা তখনও পর্যন্ত প্রকৃতিকে ব্যবচ্ছেদ, বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট অগ্রসর ছিল না বলেই—প্রকৃতিকে এখনও সাধারণভাবে সমগ্র রূপে দেখা হয়। প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের সার্বিক সম্পর্ক বিশেষের দিক থেকে প্রমাণিত হয় না; গ্রীকদের কাছে তা প্রত্যক্ষ ধ্যানের ফল। গ্রীক দর্শনের অপ্রতুলতা এইখানেই, যার দরুন পরে তাকে পৃথিবী সম্পর্কে অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু তার সমস্ত পরবর্তীকালের অধিবিদ্যাগত প্রতিপক্ষের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্বও এইখানেই। গ্রীকদের ব্যাপারে অধিবিদ্যা যদি বিশেষের

---

* 'মনোরম প্রতিবন্ধক' (holde Hindernisse) — কথাগুলি হাইনের 'নতুন বসন্ত', প্রস্তাবনা থেকে নেওয়া। — সম্পাঃ

পাওয়া যায়, যদিও তার বিকাশ ঘটানো হয়েছে নিতান্তই ভ্রান্ত এক প্রস্থান-বিন্দু থেকে।

একদিকে, 'প্রাকৃতিক দর্শনের' বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার জের শেষ হয়ে নিছক গালিগালাজে পর্যবসিত হওয়ার পর — এই প্রতিক্রিয়া এই ভ্রান্ত প্রস্থান-বিন্দুর দরুন এবং বার্লিন হেগেলবাদের অসহায় অধঃপতনের দরুন অনেকখানি যুক্তিসংগত; এবং অন্যদিকে, চলতি সারগ্রাহী অধিবিদ্যা প্রকৃতিবিজ্ঞানকে তার তত্ত্বগত প্রয়োজনের ব্যাপারে এমন প্রকটভাবে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করার পর হয়তো শ্রীযুক্ত ড্যুরিং যে সেণ্ট ভিটাসের নৃত্য এমন মনোরম রূপে নাচেন সেই নর্তনে উস্কানি না-দিয়েই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে হেগেলের নাম আর একবার উচ্চারণ করা সম্ভব হবে।

সর্বপ্রথমেই একথা প্রতিপাদন করা দরকার যে এখানে হেগেলের এই প্রস্থান-বিন্দু সমর্থন করার আদৌ কোনো প্রশ্ন নেই: অধ্যাত্মা, মন, চিন্তাই মুখ্য এবং বাস্তব জগৎ চিন্তার অনুকৃতি মাত্র। ফয়েরবাখ ইতিমধ্যেই তা পরিত্যাগ করেছেন। আমরা সবাই এবিষয়ে একমত যে বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক তথা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে, অগ্রসর হতে হবে নির্দিষ্ট **তথ্য** থেকে, সুতরাং, প্রকৃতিবিজ্ঞানে বিভিন্ন বস্তুগত রূপ ও বস্তুর বিভিন্ন ধরনের গতি থেকে; সুতরাং, তত্ত্বগত প্রকৃতিবিজ্ঞানেও পরস্পরসম্পর্কগুলি তথ্যাবলীর মধ্যে নির্মাণ করলে চলবে না, বরং তা আবিষ্কার করতে হবে তার মধ্যে, এবং আবিষ্কৃত হওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যথাসম্ভব প্রতিপন্ন করতে হবে।

সেই রকমই, প্রবীণতর ও তরুণতর ধারার বার্লিন হেগেলপন্থীদের প্রচারিত হেগেলীয় মতবাদের মতান্ধ অন্তঃসার রক্ষা করারও প্রশ্ন উঠতে পারে না। ভাববাদী প্রস্থান-বিন্দুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে নির্মিত শাস্ত্রপ্রণালী, বিশেষত হেগেলীয় প্রাকৃতিক দর্শনেরও পতন ঘটে। একথা অবশ্য স্মরণ করা দরকার যে, হেগেলের বিরুদ্ধে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের বিতর্ক — যতদূর পর্যন্ত তাঁরা আদৌ তাঁকে সঠিকভাবে বুঝেছিলেন — চালিত হয়েছিল একমাত্র এই দুটি বিষয়ের বিরুদ্ধে, যথা, সেই মতবাদের ভাববাদী প্রস্থান-বিন্দু এবং যথেচ্ছ, তথ্য-অগ্রাহ্যমূলক গড়ন।

এই সবকিছু বিবেচনা করার পরও হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস থেকে

আবিষ্কৃত নিয়মগুলিকে তার নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য সেগুলিকে আবার উল্টে ঠিকভাবে দাঁড় করাতে হয়।* অনুরূপভাবে, রসায়নশাস্ত্রে প্রদাহী (ফ্লজিস্টিক) তত্ত্ব (৪৬) শত বছরের পরীক্ষামূলক কাজের দ্বারা প্রথমে উপকরণ যুগিয়েছিল, যার সাহায্যে লাভুয়াজিয়ে প্রিস্টলির প্রাপ্ত অক্সিজেনের মধ্যে কল্পনাপ্রসূত ফ্লজিস্টনের প্রকৃত প্রতিপাদ-পৃষ্ঠ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং এইভাবে গোটা ফ্লজিস্টিক তত্ত্বকেই বাতিল করে দিতে পারেন। কিন্তু এতেই ফ্লজিস্টিকসের পরীক্ষামূলক ফলাফল বিন্দুমাত্র বাতিল হয়ে যায় নি। বরং তার উল্টো। সেগুলি থেকে গিয়েছিল, শুধু সেগুলির সূত্রায়ণ উল্টে দেওয়া হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে ফ্লজিস্টিক থেকে বর্তমানে গ্রাহ্য রাসায়নিক ভাষায় এবং এইভাবে সেগুলি তাদের বৈধতা রক্ষা করেছে।

যুক্তিসহ ডায়ালেকটিকসের সঙ্গে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকসের সম্পর্ক যান্ত্রিক তাপ-তত্ত্বের সঙ্গে উত্তাপ-তত্ত্বের সম্পর্কের মতোই এবং লাভুয়াজিয়ের তত্ত্বের সঙ্গে ফ্লজিস্টিক তত্ত্বের সম্পর্কের মতোই।

এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৭৮-এর মে-জুনের গোড়ায় লিখিত

পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

* কারনোর 'C'-র ক্রিয়া আক্ষরিকভাবে উল্টানো: $\frac{1}{c}$ = পরম উষ্ণতা। এই উল্টানো ছাড়া এদিয়ে কোনো কাজই চলে না। (এঙ্গেলসের মন্তব্য।)

এবং চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু তা কেবল জরুরী প্রয়োজনের সময়ে আর নেহাতই আনাড়ীর মতো। তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা হল আধা-সোজা হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে, হাতও সেজন্য কাজে লাগে। তাদের অধিকাংশই পা-দুটি গুটিয়ে, মাটিতে হাতের মুঠোর গিঁটে ভর দিয়ে, দীর্ঘ বাহুর সহায়তায় শরীরটাকে এগিয়ে দেয়—ক্রাচের সাহায্যে খোঁড়া মানুষেরা যেমন চলাফেরা করে, অনেকটা সেইরকম। চার পা থেকে দু-পায়ে চলা পর্যন্ত উত্তরণের প্রতিটি পর্যায়ই আজও আমরা সাধারণভাবে বানরদের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু এদের কারুর কাছেই দু-পায়ে চলাফেরার রীতিটি একটা দায়-সারা ব্যাপার ছাড়া বেশি কিছু নয়।

আমাদের লোমশ পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঋজু দেহ-ভঙ্গি যে প্রথমে প্রচলিত এবং কালক্রমে একটি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল তাতে ধরে নিতে হয় যে, ইতিমধ্যেই নানা বিচিত্র কাজের ভার ক্রমেই বেশি করে হাতের উপর এসে পড়েছিল। এমন কি বানরদের মধ্যেও হাত ও পায়ের ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে গাছে ওঠা-নামার ব্যাপারে হাতের কাজ পায়ের কাজ থেকে পৃথক। কিছু নিম্নতর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সামনের থাবা যে কাজ করে থাকে, বানরের হাতও মুখ্যত খাবার জোগাড় ও আঁকড়ে ধরার সেই একই কাজ করে। অনেক বানর আবার গাছে গাছে হাতের সাহায্যে নিজেদের জন্য বাসা তৈরি করে; এমন কি আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডালের ফাঁকে ফাঁকে শিম্পাঞ্জীদের মতো ছাউনিও নির্মাণ করে। শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তারা হাত দিয়ে লাঠি ধরে অথবা ফল আর পাথর নিক্ষেপ করে তার বিরুদ্ধে। বন্দীদশায় মানুষের অনুকরণলব্ধ কতকগুলি সহজ কাজও তারা হাতের সাহায্যে করে থাকে। কিন্তু ঠিক এখানেই লক্ষ্য করা যায় যে, বানরদের মধ্যে এমন কি যারা সর্বাধিক মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট তাদেরও অপরিণত হাত, আর শত সহস্র বছর যাবৎ শ্রমের ফলে সবিশেষ উন্নত মানুষের হাতের মধ্যে ব্যবধান কত বিরাট। উভয়ের হাতেই অস্থি ও পেশীর পরিমাণ ও বিন্যাস একই রকম। তবুও নিম্নতম স্তরের বন্য মানুষদের হাত এমন শত শত কাজ করতে পারে যা কোনো বানরের হাতের পক্ষে অনুকরণ করা সাধ্যাতীত। এমন কি পাথরে তৈরি স্থূলতম একখানা ছুরিও বানরের হাতে গড়া সম্ভব হয় নি।

যাদের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ দ্বৈতগ্রন্থন (condyles) সহযোগে মেরুদণ্ডের প্রথম ক্ষুদ্রাস্থির (first vertebre) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সকলেরই সন্তানদের স্তন্যদানের জন্য স্তনগ্রন্থি (lacteal gland) আছে। ঠিক তেমনি যেসমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষুর দ্বিধাবিভক্ত, রোমন্থনের জন্য তাদের পাকস্থলীও সবসময়ে বহুকক্ষ-সমন্বিত (multiple stomach) হয়ে থাকে। সম্পর্ক ব্যাখ্যা না করা গেলেও দেখা যাচ্ছে, কতকগুলি আকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অংশের আকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে। নীল-চোখওয়ালা একেবারে শাদা রঙের বিড়াল সবসময়েই কিংবা বেশির ভাগ সময়েই বধির হয়। মানুষের হাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি, এবং ঋজু-চলনভঙ্গির জন্য পদদ্বয়ের তদনুযায়ী অভিযোজন এই ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মানুযায়ী নিঃসংশয়েই জীবসত্তার অন্যান্য অংশের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। তবে, এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে এত কম যে, সাধারণভাবে ঘটনাটিকে বিবৃত করা ছাড়া আমরা আর বেশি কিছু করতে পারি না।

জীবদেহের অন্যান্য অংশের উপর হাতের বিকাশের যে প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, তা ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে, আমাদের বানর পূর্বপুরুষেরা যূথবদ্ধ হয়ে থাকত; প্রাণীদের মধ্যে সব চাইতে সামাজিক যে প্রাণী সেই মানুষের আশু উৎপত্তি কোনো যূথ-বিমুখ পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনুসন্ধান করা স্বভাবতই অবাস্তব। হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপরে যে প্রভুত্ব শুরু হল, তা প্রতিটি নতুন অগ্রগতিতেই মানুষের দিগন্তরেখাকে প্রসারিত করে দিল। প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের নতুন নতুন অজ্ঞাতপূর্ব গুণাগুণ মানুষ ক্রমাগত আবিষ্কার করে চলল। অপরপক্ষে, পারস্পরিক সহায়তা ও যৌথ কর্মোদ্যমের দৃষ্টান্ত ক্রমাগত বাড়িয়ে, এবং প্রত্যেকের কাছে এই যৌথ কর্মোদ্যমের সুবিধা তুলে ধরে শ্রমের বিকাশ অনিবার্যই সমাজের সদস্যদের নিবিড়তর বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, গড়ে উঠবার পথে মানুষ এমন একটি পর্যায়ে এল যখন পরস্পরকে কিছু বলার প্রয়োজন তাদের হল। এই প্রয়োজন তার নিজস্ব অঙ্গ সৃষ্টি করল: স্বরের দোলন দ্বারা ক্রমাগত উন্নততর স্বরগ্রাম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বানরের অপরিণত কণ্ঠনালী ধীর অথচ স্থির

কাছে এ একটা মস্ত বড়ো মজার খেলা), তারপর পাখিটিকে উত্ত্যক্ত করে তুলুন—শীগগিরই দেখতে পাবেন যে, বার্লিনের ফল-ফেরিওয়ালাদের মতো সেও জানে কেমন নির্ভুলভাবে তার গালাগালির ভাষাগুলি ব্যবহার করতে হয়। এটা-ওটা চাইবার বেলাতেও তাই।

প্রথমত শ্রম, তারপর ও তার সঙ্গে কথা—এই দুটি হল প্রধানতম প্রেরণা যার প্রভাবে বানরের মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হল। সমস্তরকমের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের এ মস্তিষ্ক অনেক বড়ো, অনেক নিখুঁত। মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলল তার সব চাইতে নিকট হাতিয়ার—সংবেদন ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ। কথা বলতে পারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনিবার্যভাবেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতি হয়, তেমনি মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উন্নতি। মানুষের তুলনায় ঈগলপাখি অনেক দূরের জিনিস দেখতে পায়; কিন্তু মানুষের চোখ ঈগলের তুলনায় কোনো জিনিসের মধ্যে ঢের বেশি কিছু দেখে। মানুষের তুলনায় কুকুরের ঘ্রাণগ্রহণের শক্তি অনেক বেশি; কিন্তু মানুষের কাছে বিভিন্ন গন্ধ বিভিন্ন জিনিসের নির্দিষ্ট প্রতীক; কুকুর কিন্তু তার শতাংশকেও তফাৎ করে ধরতে পারে না। গোড়ার দিককার স্থূলতম পর্যায়ের স্পর্শানুভূতিই বানরের আছে, শ্রমের মাধ্যমে মানুষের হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু বিকশিত হয়েছে সেই স্পর্শানুভূতি।

মস্তিষ্ক ও সহগ ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ, চেতনার ক্রমবর্ধমান স্বচ্ছতা এবং বিমূর্তীকরণ ও বিচার-ক্ষমতা শ্রম ও বাক্‌শক্তির উপরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার ফলে শ্রম ও বাক্‌শক্তি উভয়েই ক্রমাগত বিকাশের নিত্যনতুন প্রেরণা লাভ করে। মানুষ যখন চূড়ান্তভাবে বানর থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন এই বিকাশের ধারা মোটেই সমাপ্ত না হয়ে সমগ্রভাবে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েই চলতে থাকে যদিও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই বিকাশের গতি ও ধারায় বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে এবং কোথাও কোথাও স্থানীয় অথবা সাময়িক পশ্চাদ্‌গতিতে এমন কি ব্যাহতও হয়েছে। তারপরে পরিপূর্ণ মানুষের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে একটি নতুন উপাদান অর্থাৎ **সমাজ** সক্রিয় হয়ে ওঠে তাতে করে এই পরবর্তী বিকাশ একদিকে যেমন একটা প্রবল সম্মুখ-প্রেরণা লাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি চালিত হয়েছে আরও সুনির্দিষ্ট ধারায়।

লুঠেরা অর্থনীতির ফলে খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এই উদ্ভিদের ক্রমাগত বেশি ভোজ্য অংশাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর ফলে খাদ্যে এল নিত্যনতুন বৈচিত্র্য আর তাই শরীরে প্রবেশ করল নিত্যনতুন বিচিত্র উপাদান, এবং তৈরি হল বানর থেকে মানুষে উত্তরণের উপযোগী রাসায়নিক অবস্থা। কিন্তু যথার্থ অর্থে এইসব এখনও শ্রম নয়। শ্রমের শুরু হল হাতিয়ার তৈরি করা থেকে। কিন্তু প্রাচীনতম হাতিয়ার বলতে কী পাই,—প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত যে সামগ্রীগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, তথা আদিমতম ঐতিহাসিক জাতিগুলির এবং সমসাময়িক কালের অসভ্যতম বন্যদের জীবনযাত্রার ধরনের দিক থেকে বিচার করলে যা সবচেয়ে প্রাচীন? প্রাচীনতম হাতিয়ার ছিল শিকার করার এবং মাছ ধরার হাতিয়ার—প্রথমটিকে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হত। কিন্তু শিকার আর মাছ ধরার ক্ষেত্রে একান্তই উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে সেই সঙ্গে মাংসাহারে উত্তরণের কথাও ধরে নিতে হয় এবং বানর থেকে মানুষে উত্তরণে এ হল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। আমিষ আহার্যের মধ্যে দেহযন্ত্রের বিপাক-প্রক্রিয়ার একান্ত অপরিহার্য উপাদানগুলি প্রায় তৈরি অবস্থাতেই থাকে। আমিষ আহারের ফলে পরিপাকের সময় সংক্ষেপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ জীবনের অনুরূপে অন্যান্য উদ্ভিদসুলভ দৈহিক ক্রিয়ারও সময় সংক্ষেপিত হল আর এইভাবে যথার্থ অর্থে প্রাণী-জীবনের সক্রিয় অভিব্যক্তির জন্য লাভ হল আরও সময়, উপাদান ও আকাঙ্ক্ষা। আর নির্মীয়মাণ মানুষ উদ্ভিজ্জ জগৎ থেকে যতটা সরে যায়, জন্তু-জীবন থেকেও ততটাই সে উন্নীত হতে থাকে। আমিষের সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হবার ফলে যেমন বন্য বিড়াল ও কুকুর মানুষের পরিচারকে পরিণত হয়েছিল, নিরামিষের সঙ্গে সঙ্গে আমিষ আহার গ্রহণের অভ্যাসে তেমনি নির্মীয়মাণ মানুষের দৈহিক শক্তি ও স্বাধীনতা লাভে প্রচুর সাহায্য হল। সে যা হোক, আমিষ আহারের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলেছিল কিন্তু মস্তিষ্কের উপরে, পুষ্টি ও বিকাশ লাভের উপযোগী উপাদানসমূহ তা লাভ করতে লাগল আগের চেয়ে অনেক বেশি, এবং সুতরাং বংশপরম্পরায় তা আরও দ্রুত ও নিখুঁত বিকাশ পেতে পারল। নিরামিষাশীদের প্রতি সর্ববিধ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, আমিষ আহার ছাড়া মানুষের

শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয় সমাজজীবনেও হাত, বাক্‌যন্ত্র আর মস্তিষ্কের সহযোগিতার ফলে মানুষ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর কাজ করবার, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর লক্ষ্য স্থাপন ও সাধন করার ক্ষমতা লাভ করল। বংশপরম্পরায় শ্রম নিজেই হয়ে উঠতে লাগল আরও বিচিত্র, আরও নিখুঁত, আরও বহুমুখী। শিকার ও পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত হল কৃষি, তারপর এল সুতা-কাটা, কাপড়-বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প, নৌচালনা। বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করল কলা ও বিজ্ঞান। উপজাতি থেকে অভ্যুদয় হল জাতির আর রাষ্ট্রের। এল আইন, রাজনীতি, আর সেইসঙ্গে মানবমনের উপর মানবিক ব্যাপারের অতিকল্পিত প্রতিবিম্ব—ধর্ম। এই যেসব সৃষ্টি সর্বাগ্রে দেখা দিল মানস-কীর্তি হিসেবে এবং মানবসমাজে প্রাধান্য করছে বলে মনে হল তার সামনে কর্মতৎপর হাতের অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে সৃষ্টিগুলি গিয়েছিল পিছনে পড়ে, এবং সেটা আরও এই কারণে যে, সমাজ-বিকাশের অতি প্রারম্ভিক পর্যায়েই যে মন শ্রমের পরিকল্পনা নিত (উদাহরণস্বরূপ, আদিম পরিবারের উল্লেখ করা যেতে পারে) সেই মনই পরিকল্পিত শ্রমকে অন্যের দ্বারা সম্পন্ন করিয়ে নিতে পারত। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সমস্ত কৃতিত্ব আরোপ করা হল মনের উপর, মস্তিষ্কের বিকাশ ও সক্রিয়তার উপর। প্রয়োজন দিয়ে কাজের ব্যাখ্যা না করে (যে করেই হোক প্রয়োজনগুলিই প্রতিফলিত হয়, চেতনা পায় মনের মধ্যে) চিন্তা দিয়ে কাজের ব্যাখ্যা করতে মানুষ অভ্যস্ত হল। এইভাবে কালক্রমে সৃষ্টি হল বিশ্ব সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে প্রাচীন যুগের শেষ থেকে তাই মানুষের মনকে প্রভাবিত করেছে। আজও এতখানি তার আধিপত্য যে এমন কি ডারউইনপন্থী অতিবস্তুবাদী প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা পর্যন্ত মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা করতে এখনও অক্ষম, কেননা ভাববাদী প্রভাবের আওতায় তাঁরা এ ব্যাপারে শ্রমের ভূমিকাকে দেখেন না।

আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষের মতো অতখানি না হলেও পশুরাও তাদের কার্যাবলীর দ্বারা তাদের বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে আর তাদের পরিবেশে সম্পন্ন এই পরিবর্তনগুলি আবার পরিবর্তন-সংঘটনকারীর উপরেও ফের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাদের কিছুটা পরিবর্তিত

অর্থাৎ নির্দিষ্ট বহিঃপ্রেরণার ফলে একান্ত সরলতম হলেও কতকগুলি নির্দিষ্ট গতি-প্রক্রিয়া চালিয়ে থাকে, সেখানেই একটি পরিকল্পিত কর্মধারা ভ্রূণাবস্থায় নিহিত থাকে। স্নায়ু কোষের (nerve cell) কথা দূরে থাক, এমন কি যেখানে কোনো কোষ নেই সেখানেও এরকম প্রতিক্রিয়া চলে। অচেতনভাবে হলেও পতঙ্গভুক্ লতারা যেভাবে তাদের শিকার ধরে তা একদিক থেকে একইরকমভাবে পরিকল্পিত দেখায়। স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের মধ্যে সচেতন ও পরিকল্পিত কাজের ক্ষমতাও আনুপাতিকভাবে বেড়ে চলে এবং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তা বেশ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছয়। ইংলন্ডে শেয়াল শিকারের সময় সকলেই প্রতিদিন লক্ষ্য করে থাকবেন, কেমন নির্ভুলভাবে শেয়াল তার অনুসরণকারীদের চোখ ফাঁকি দেবার জন্য স্থানটি সম্পর্কে তার চমৎকার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে থাকে, এবং ভূমির যে অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য তার গায়ের গন্ধ হারিয়ে যায় সেটা সে কত ভালোভাবে জানে ও কাজে লাগায়। মানুষের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে আরও উন্নতিপ্রাপ্ত আমাদের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ঠিক শিশুসুলভ বুদ্ধিমাত্রার চালাকি আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করতে পারি। কারণ, মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের পরিণতির ইতিহাস যেমন কীট থেকে আরম্ভ করে কোটি কোটি বছর ধরে আমাদের পশু পূর্বপুরুষদের শারীরিক বিবর্তন ইতিহাসের শুধু এক সংক্ষেপিত পুনরাবৃত্তি, মানবশিশুর মানসিক বিকাশও ঠিক তেমনি এই পূর্বপুরুষদেরই, অন্তত পরবর্তীকালের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের আরও সংক্ষেপিত এক পুনরাবৃত্তি। তবু সমস্ত পশু-প্রাণীর সমস্ত পরিকল্পিত ক্রিয়াতেও পৃথিবীর উপর তাদের ইচ্ছাশক্তির ছাপ এঁকে দিতে পারে নি। তার জন্য দরকার হল মানুষের।

সংক্ষেপে বললে, প্রাণীরা শুধু বহিঃপ্রকৃতিকে **ব্যবহার করে** এবং কেবলমাত্র নিজের উপস্থিতি দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনে; মানুষ কিন্তু তার পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃতিকে তার উদ্দেশ্য-সাধনে লাগায়, প্রকৃতির উপর **প্রভুত্ব করে**। এই হল মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর চূড়ান্ত ও মূলগত পার্থক্য। আর পুনরপি শ্রমই ঘটিয়েছে এই পার্থক্য।*

---

* পাণ্ডুলিপিতে পার্শ্বটীকা: 'Veredlung' (উন্নতিবিধান)।— সম্পাঃ

পারি। বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির ফলে আমরা ক্রমশ এমন একটি অবস্থায় এসে পেঁছচ্ছি যে, অন্ততপক্ষে আমাদের সাধারণতম উৎপাদনী কার্যাবলীর অধিকতর পরোক্ষ প্রাকৃতিক ফলগুলি জানতে এবং সেইহেতু নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। আর যতই তা ঘটতে থাকবে ততই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা মানুষ শুধু অনুভব নয়, উপলব্ধিও করবে, ততই অসম্ভব হয়ে উঠবে মানস ও বস্তু, মানুষ ও প্রকৃতি, দেহ ও আত্মার মধ্যে বিরোধের অর্থহীন অস্বাভাবিক সেই ধারণা, ইউরোপে যার উদ্ভব হয়েছিল চিরায়ত প্রাচীন যুগের পতনের পর এবং সর্বোচ্চ পরিণতি লাভ করেছিল খ্রীষ্টধর্মে।

উৎপাদন সম্পর্কিত আমাদের কার্যাবলীর অধিকতর পরোক্ষ **প্রাকৃতিক** ফলাফল কিছু পরিমাণ গণনা করা শিখতেই যখন হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তখন তার পরোক্ষ **সামাজিক** প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারা তো আরওই দুরূহ। আমরা আলু এবং তার ফলে গ্রন্থিস্ফীতি রোগ প্রসারের উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু শ্রমিকদের শুধু আলু খেয়ে বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় টেনে আনার ফলে দেশে দেশে জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার, অথবা আলুমড়কের ফলে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ আয়ারল্যান্ডকে গ্রাস করেছিল, এবং আলু খেয়ে, প্রায় কেবল আলু খেয়েই বাঁচা দশ লক্ষ আইরিশকে কবরে পাঠিয়েছিল এবং আরও বিশ লক্ষ অধিবাসীকে সমুদ্রপারে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল, তার তুলনায় এই গ্রন্থিস্ফীতি রোগ আর কতটুকু? আরবেরা যখন সুরাসার পরিস্রুত করতে শিখল, তখন বুঝতেও পারে নি যে, এই করে তারা তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বিলোপ সাধনের প্রধান একটি অস্ত্র তৈরি করেছিল। তারপর কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করলেন, তিনি জানতেন না যে, তাতে করে যে দাস প্রথা ইউরোপে অনেককাল আগেই রহিত হয়েছে তাকে তিনি নবজীবন দান করছেন ও নিগ্রো-ব্যবসার ভিত্তি স্থাপন করছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে মানুষগুলি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন সৃষ্টি করবার জন্য পরিশ্রম করছিল তারা ধারণা করতে পারে নি যে, তারা এমন যন্ত্র তৈরি করছে যা সারা পৃথিবীর সামাজিক ব্যবস্থায় আর সবকিছুর তুলনায় বেশি

ব্যক্তি-পুঁজিপতি উৎপাদন এবং বিনিময় ব্যবস্থার উপর আধিপত্য করে, তারা তাদের কার্যাবলীর শুধুমাত্র প্রত্যক্ষতম উপযোগী ফলাফল নিয়েই ভাবিত হতে সক্ষম। বস্তুত, সে উপযোগী ফল বলতে উৎপাদিত ও বিনিময়-কৃত দ্রব্যটির উপযোগিতার প্রশ্ন যা আসে তা পর্যন্ত এখন একেবারে পেছনে পড়ে যায়, এবং একমাত্র প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিক্রয়জনিত মুনাফা।

* * *

উৎপাদন এবং বিনিময়ের সঙ্গে জড়িত মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ-প্রত্যাশিত সামাজিক ফলাফল নিয়েই বুর্জোয়াদের সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থাৎ চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বেশি মাথা ঘামায়। এ শাস্ত্র যে সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বগত অভিব্যক্তি তার সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ খাপ খায়। ব্যক্তি-পুঁজিপতিরা যেহেতু আশু মুনাফার জন্য উৎপাদন এবং বিনিময়ে আত্মনিয়োগ করে, তাই সর্বাগ্রে তার নিকটতম ও আশুতম ফলাফলই হিসেবে নিতে পারে তারা। ব্যক্তি-শিল্পোৎপাদক অথবা বণিক যতক্ষণ তার শিল্পোৎপন্ন বা ক্রীত পণ্যটি স্বাভাবিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারছে ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট, পরে সেই পণ্য অথবা ক্রেতার কী ঘটল তা নিয়ে তার ভাবনা নেই। এই একই ক্রিয়ার প্রাকৃতিক ফলাফল সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অতি লাভজনক কফি গাছের শুধু **একটি** আবাদের জন্য কিউবার স্পেনীয় বাগিচা-মালিকেরা যখন পর্বতের বুকের অরণ্য ভস্মীভূত করে ছাই থেকে সার জোগাড় করেছিল, তখন গ্রীষ্মমন্ডলের ভীষণ বারিপাতে অধুনা অরক্ষিত মাটির উপরকার স্তর ভেসে গিয়ে কেবল নগ্ন শিলাস্তর পড়ে থাকবে কিনা এ নিয়ে তাদের কীই বা মাথা ব্যথা! যেমন প্রকৃতি তেমনি সমাজের দিক থেকে বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধানত শুধু প্রথম ফলাফল নিয়েই ভাবিত। অথচ এই দেখেও লোকে অবাক হয় যে, এই উদ্দেশ্যে চালিত কার্যাবলীর সুদূরতর ফলাফল একেবারে ভিন্নতর এবং এমন কি একেবারেই উল্টো ধরনের হচ্ছে; প্রতি দশ বছরের শিল্পচক্রে যা দেখা যায় এবং 'বিপর্যয়ে' (৪৯) জার্মানি পর্যন্ত যার কিছুটা প্রাথমিক অভিজ্ঞতা পেয়েছে, সেই জোগান ও চাহিদার সামঞ্জস্য পরিণত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের এবং তার ফলে আমাদের যুগের সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি দিয়ে যান। মার্কসের জন্ম হয় ১৮১৮ সালে ট্রিভস শহরে। তিনি বন এবং বার্লিনে পড়াশোনা করেন। গোড়ায় তিনি আইন পড়তে শুরু করেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৪২ সালে তিনি যখন দর্শনের সহকারী অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছেন এমন সময়ে তৃতীয় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের মৃত্যুকাল থেকে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় তা তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে দিল। মার্কসের সহযোগিতায় কাম্প্‌হাউজেন, হান্‌জেমান প্রভৃতি রেনিশ উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতারা কলোন শহরে *Rheinische Zeitung* (৫০) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪২ সালের শরৎকালে মার্কসকে এই পত্রিকার প্রধান পদ দেন—রেনিশ প্রাদেশিক সভার কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ইতিমধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য *Rheinische Zeitung* সেন্সরাধীন অবস্থায় প্রকাশিত হত, কিন্তু সেন্সর এ পত্রিকাকে সামলে উঠতে পারত না।* প্রায় সবক্ষেত্রেই *Rheinische Zeitung* প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলি বের করে দিত; প্রথমদিকে সেন্সরকে আজেবাজে সব মালমশলা যোগানো হত বাতিল

---

* *Rheinische Zeitung*-এর প্রথম সেন্সর ছিলেন পুলিস কাউন্সিলার ডোলেশাল। এই লোকটিই *Kölnische Zeitung*-এ (৫১) দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র **ফিলালেথেস** কৃত (পরে সাক্সনির রাজা ইয়োহান) অনুবাদের বিজ্ঞাপন কেটে দিয়ে লিখেছিলেন, 'দৈব ব্যাপার নিয়ে প্রহসন (comedy) করা উচিত নয়।' (এঙ্গেলসের টীকা।)

প্রকাশ করলেন 'দর্শনের দারিদ্র্য', আর ১৮৪৮ সালে 'অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা'। এরই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাসেল্‌সে জার্মান শ্রমিকদের সমিতি (৫৪) গড়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে মার্কস ব্যবহারিক আন্দোলন শুরু করে দিলেন। ১৮৪৭ সালে যখন মার্কস এবং তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুরা গুপ্ত কমিউনিস্ট লীগে ঢুকলেন তখন তাঁর কাছে এই আন্দোলন চালানোর গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল। কমিউনিস্ট লীগ কয়েক বছর আগে থেকেই বর্তমান ছিল। এবার তার পুরো কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটল। এই সমিতিটি এতদিন ছিল মোটামুটিভাবে ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন, এবার তার রূপান্তর ঘটিয়ে পরিণত করা হল কমিউনিস্ট প্রচারের সাধারণ সংগঠনে, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির **প্রথম** সংগঠনে। সেটা যে গুপ্ত সংগঠন হিসেবেই রইল তা নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে। যেখানেই জার্মান শ্রমিকদের ইউনিয়নের খোঁজ মিলত সেখানেই লীগ ছিল। ইংলন্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের প্রায় সব ইউনিয়নের এবং জার্মানির বহু ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা লীগের সদস্য ছিলেন এবং উদীয়মান জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে লীগের ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, আমাদের লীগই প্রথম সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের উপর জোর দেয় আর তা কাজে রূপায়িত করে,—এ লীগে ইংরেজ, বেলজিয়ান, হাঙ্গেরীয়, পোলীয় প্রভৃতি নানা দেশের সদস্য ছিল আর এ লীগ, বিশেষত লন্ডনে, নানা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভার আয়োজন করেছিল।

১৮৪৭ সালে অনুষ্ঠিত দুটি কংগ্রেসে লীগের রূপান্তর সাধিত হয়। এই কংগ্রেসের দ্বিতীয়টিতে স্থির হয় যে, পার্টি কর্মসূচির মূলনীতি সংরচিত ও প্রকাশিত হবে ইশতেহার রূপে। মার্কস ও এঙ্গেলস তা রচনা করবেন। এইভাবেই 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের'* সৃষ্টি হল। ১৮৪৮ সালে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্প কিছুদিন আগে এই 'ইশতেহার' প্রথম প্রকাশিত হয় (৫৫) আর তারপর থেকে ইউরোপের প্রায় সব ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে।

Deutsche-Brüsseler-Zeitung (৫৬) ক্ষমাহীনভাবে পিতৃভূমির পুলিসী শাসন-ব্যবস্থার সুফলের স্বরূপ খুলে ধরত। মার্কসও এই কাগজে

* এই সংস্করণের ১ খণ্ডের ১২৮-১৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

শরৎকালে কলোনের সামরিক আইনে বৃথাই এ কাগজকে দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখা হল। মামলা দায়ের করার দাবিতে ফ্রাঙ্কফুর্টের রাইখ মন্ত্রিসভার বিচারমন্ত্রিদপ্তর বৃথাই এর প্রবন্ধের পর প্রবন্ধকে অভিযুক্ত করে পাঠাতে থাকল কলোনের সরকারী অভিশংসকের কাছে। পুলিসের চোখের সামনেই শান্তভাবে কাগজটি সম্পাদিত ও মুদ্রিত হতে থাকল। আর সরকার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর এর আক্রমণের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজের প্রচার আর নামও বাড়তে থাকল। ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রুশীয় কুদেতার পর *Neue Rheinische Zeitung* প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে জনসাধারণকে আহবান জানাল তারা যেন কর না দেয় আর বলপ্রয়োগেই যেন জবাব দেয় বলপ্রয়োগের। এর জন্য এবং আরেকটি প্রবন্ধের জন্য ১৮৪৯ সালের বসন্তকালে কাগজের কর্তৃপক্ষকে জুরীর সামনে হাজির করা হয়। কিন্তু দু-দফায়ই তাঁরা নিরাপরাধ বলে প্রমাণিত হন। শেষ পর্যন্ত ড্রেসডেন ও রাইন প্রদেশে ১৮৪৯ সালের মে অভ্যুত্থান (৬০) যখন দমিত হল এবং বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করে বাডেন-পালাটিনেট অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রুশীয় অভিযানের উদ্বোধন হল তখন সরকার মনে করল যে জোর করে *Neue Rheinische Zeitung* বন্ধ করে দেওয়ার মতো শক্তি তাদের আছে। লাল কালিতে ছাপা কাগজটির শেষ সংখ্যা বেরোয় ১৯ মে।

মার্কস আবার প্যারিসে গেলেন। কিন্তু ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের মিছিলের (৬১) মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই ফরাসী সরকার তাঁকে জানাল যে হয় তাঁকে ব্রিতানিতে গিয়ে বসবাস করতে হবে নয় তো ফ্রান্স ছাড়তে হবে। মার্কস দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়ে লন্ডনে চলে এলেন। তারপর থেকে তিনি একটানাভাবে সেখানেই থেকেছেন।

প্রতিক্রিয়ার হিংস্রতা অনবরত বাড়তে থাকায় সমালোচনা পত্রের আকারে *Neue Rheinische Zeitung* প্রকাশ করে যাওয়ার চেষ্টা (হাম্‌বুর্গে, ১৮৫০ সালে) (৬২) কিছুদিন পরে ছেড়ে দিতে হয়। ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সে কুদেতার (৬৩) ঠিক পরই মার্কস 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'* প্রকাশ করলেন (নিউ ইয়র্ক, ১৮৫২; দ্বিতীয় সংস্করণ — হাম্‌বুর্গ, ১৮৬৯, যুদ্ধের অল্পদিন আগে)। ১৮৫৩ সালে তিনি

* এই সংস্করণের ৪ খণ্ডের ৭-১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

প্রমাণিত হয়। ১৮৭০ সালে টুইলেরিসে (৬৯) বোনাপার্টের ভাড়াটে পেটোয়াদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর সরকার (৭০) সেটি প্রকাশ করে দেয়। সেই তালিকায় 'ফ' অক্ষরটির নীচে এই কথা লেখা ছিল: 'ফগ্‌ট — ১৮৫৯ সালের আগস্টে প্রেরিত... ৪০,০০০ ফ্রাঙ্ক'।

শেষ পর্যন্ত ১৮৬৭ সালে হাম্‌বুর্গে বেরোল মার্কসের প্রধান রচনা 'পুঁজি। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ, প্রথম খণ্ড'। এতে মার্কসের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার ভিত্তি ব্যাখ্যা করা হয় এবং তদানীন্তন সমাজ, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ও তার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার মূলকথা প্রকাশিত হয়। এই যুগান্তকারী রচনার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোল ১৮৭২ সালে। এখন গ্রন্থকার এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন এতখানি শক্তি পুনরর্জন করেছে যে, মার্কসের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল তাঁর দীর্ঘবাঞ্ছিত একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা ভাবা: ইউরোপ ও আমেরিকার সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিকে নিয়ে এমন একটি শ্রমিক সমিতি গড়া যেটি শ্রমিকদের নিজেদের কাছে ও বুর্জোয়া শ্রেণী ও সরকার উভয়ের কাছেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রটি বলা যেতে পারে মূর্তকায়ায় তুলে ধরবে — যাতে প্রলেতারিয়েতের উৎসাহ ও শক্তি বাড়ে, তার শত্রুদের প্রাণে ভীতি সঞ্চার হয়। ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন হলে পোল্যাণ্ডের সমর্থনে এক জনসভা হল — ঠিক তখন রাশিয়া আবার পোল্যাণ্ডকে দখল করেছে (৭১)। এই সভায় কথাটা তোলার সুযোগ পাওয়া যায় ও তার সোৎসাহ সমর্থন মেলে। **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি** প্রতিষ্ঠিত হল। এই সভায় একটি অস্থায়ী সাধারণ পরিষদ নির্বাচিত হয় যার কার্যালয় থাকবে লণ্ডনে। এই পরিষদের, এবং হেগ কংগ্রেস (৭২) পর্যন্ত পরবর্তী সমস্ত পরিষদের প্রাণ ছিলেন মার্কস। ১৮৬৪ সালে 'উদ্বোধনী ভাষণ' থেকে শুরু করে ১৮৭১ সালে 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ভাষণ' পর্যন্ত* আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ যা দলিল প্রচার করে তার প্রায়

* এই সংস্করণের ৫ খণ্ডের ৭-১৭ পৃঃ, ৭ খণ্ডের ৩৯-৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।— সম্পাঃ

সব দেশের প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের একাত্মতা ও সংহতি সম্পর্কে যে সচেতনতা আন্তর্জাতিক জাগিয়ে তুলেছে তা বাহ্যিক আন্তর্জাতিক সমিতির বন্ধন ছাড়াও অভিব্যক্ত হতে পারে। তখনকার মতো এ বন্ধন শৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত হেগ কংগ্রেসের পরে মার্কস আবার তাঁর তাত্ত্বিক কাজ ফের শুরু করার মতো শান্তি ও অবসর খুঁজে পেয়েছেন। আশা করা যায় যে, কিছু দিনের মধ্যেই তিনি 'পুঁজির' দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাখানায় পাঠাতে পারবেন।

মার্কস যেসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নাম উৎকীর্ণ করেছেন তার মাত্র দুটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি।

প্রথম হল বিশ্বের ইতিহাসের সমগ্র ধারণায় তিনি যে বিপ্লব এনেছেন সেটি। আগে ইতিহাস সম্পর্কে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিরই ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে, মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার মধ্যেই সব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মূল কারণ খুঁজতে হবে, এবং সব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক পরিবর্তন, সমগ্র ইতিহাসের উপর তারই প্রাধান্য। কিন্তু মানুষের মনে ধারণা আসে কোথা থেকে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের চালক-হেতু যে কী সে প্রশ্ন তোলা হয় নি। শুধুমাত্র ফরাসী আর আংশিকভাবে ইংরেজ ঐতিহাসিকের নতুন গোষ্ঠীই এ প্রত্যয়ে বাধ্য হয়েছিল যে, অন্ততঃপক্ষে মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের ইতিহাসের চালিকাশক্তি ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য সামন্ততান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রাম। এখন মার্কস প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিগত সব ইতিহাস হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, বহুবিধ ও জটিল সব রাজনৈতিক সংগ্রামের একমাত্র প্রশ্ন ছিল সামাজিক শ্রেণীগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসনের প্রশ্ন, পুরনো শ্রেণীগুলির ক্ষমতা বজায় রাখা ও উদীয়মান নতুন শ্রেণীগুলির ক্ষমতা জয়ের প্রশ্ন। কিন্তু এই শ্রেণীগুলির সৃষ্টি এবং ক্রমাগত অস্তিত্বের হেতু কী? কোনো বিশেষ যুগে যে নির্দিষ্ট বৈষয়িক এবং বস্তুগতভাবে বোধগম্য অবস্থার মধ্যে সমাজের প্রাণধারণের উপকরণ উৎপাদন ও বিনিময় করা হয়, সেইটাই তার হেতু। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক

যায় জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে এবং তদ্দ্বারা নির্ধারিত সেই পর্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে। এই প্রথম ইতিহাস তার সত্যিকারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। আধিপত্যের জন্য লড়বার আগে, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি চর্চা করার আগে মানুষের সর্বাগ্রে চাই খাদ্য, পানীয়, চাই আশ্রয় ও পরিচ্ছদ, সুতরাং তাকে **কাজ করতে** হবে, এই যে জলজ্যান্ত সত্যটি এতদিন পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে, এই সত্য অবশেষে তার ঐতিহাসিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ইতিহাসের এই নতুন বোধের তাৎপর্য খুবই বেশি। তা দেখিয়ে দিল যে, আগেকার সব ইতিহাস শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়েছে, চিরকালই শাসক ও শাসিত শ্রেণী, শোষক ও শোষিত শ্রেণী থেকেছে আর বরাবরই মানবসমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দণ্ডিত থেকেছে হাড়ভাঙ্গা মেহনত ও নগণ্য উপভোগের নির্বন্ধে। এর কারণ কী? কারণ নিতান্তই এই যে, মানবজাতির বিকাশের আগেকার সব স্তরে উৎপাদন এতই অনুন্নত ছিল যে, একমাত্র এই বিরোধব্যঞ্জক রূপেই ঐতিহাসিক বিকাশ চলতে পারত, আর সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক প্রগতির ভার থাকত এক ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর ক্রিয়াকলাপের ওপর আর বিপুল জনগণের নির্বন্ধ ছিল স্বীয় মেহনতে নিজেদের দীনহীন জীবনোপকরণের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাভোগীদের ক্রমসমৃদ্ধ ঐশ্বর্য উৎপন্ন করা। পূর্বতন যেসব শ্রেণী-শাসনের ব্যাখ্যা অন্যথায় কেবল মানুষের অসাধুতা দিয়েই করতে হয় এইভাবে তার স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া ছাড়াও ইতিহাসের এই অনুসন্ধানের ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এ যুগের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে যে, অন্ততপক্ষে সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে, মানবসমাজকে শাসক ও শাসিত হিসেবে, শোষক ও শোষিত হিসেবে বিভক্ত করে রাখার শেষ অজুহাতটিও আর থাকে না, স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, শাসক বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পূরণ করেছে, সমাজের নেতৃত্বের ক্ষমতা তার আর নেই, উৎপাদনের বিকাশের পথে সে বরং বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাণিজ্য সংকট, বিশেষত গত বিরাট বিপর্যয় (৭৩) এবং সবদেশে শিল্পের মন্দা সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে যে, ঐতিহাসিক নেতৃত্ব চলে এসেছে প্রলেতারিয়েতের হাতে, সমাজে এ শ্রেণীর

রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণধারণের উপকরণের মধ্যে কতখানি শ্রম নিহিত রয়েছে তাই দিয়ে। ধরে নেওয়া যাক যে, একজন শ্রমিকের একদিনের প্রাণধারণের উপকরণ উৎপাদনে ছয় ঘণ্টা শ্রম লাগে, অর্থাৎ কিনা তাতে নিহিত শ্রমের পরিমাণ হল ছয় ঘণ্টা পরিমাণ শ্রম। তাহলে একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য প্রকাশ করা যাবে টাকার এমন এক অঙ্ক দিয়ে যার মধ্যে ছয় ঘণ্টা শ্রম রয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, যে পুঁজিপতি আমাদের শ্রমিকটিকে নিয়োগ করেছে সে শ্রমিককে ঐ টাকাটা দিল, সুতরাং শ্রমিকের শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য সে দিল। শ্রমিক যদি এখন পুঁজিপতির জন্য দিনের ছয় ঘণ্টা কাজ করে দেয় তাহলে সে পুঁজিপতির লগ্নিটা পুরোপুরি পুষিয়ে দেবে — ছয় ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে ছয় ঘণ্টা শ্রম। কিন্তু তাহলে পুঁজিপতির আর কিছু থাকে না। তাই সে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখে। সে বলে, 'আমি এই শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনেছি শুধু ছয় ঘণ্টার জন্য নয়, পুরো দিনের জন্য।' তাই সে অবস্থা অনুযায়ী শ্রমিককে ৮, ১০, ১২, ১৪ বা আরও বেশি ঘণ্টা খাটায়। ফলে সপ্তম, অষ্টম ও তার পরের ঘণ্টাগুলির উৎপন্ন দ্রব্য হল অবৈতনিক শ্রমের উৎপন্ন আর তা গোড়ায় চলে যায় পুঁজিপতির পকেটে। তাই পুঁজিপতি কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিক যেটুকুর দাম পেয়েছে কেবল সেই শ্রমশক্তির মূল্যই পুনরুৎপাদন করে না, উপরন্তু **উদ্বৃত্ত মূল্যও** উৎপাদন করে যেটা প্রথমে পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে আর তারপরে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী সমগ্র পুঁজিবাদী শ্রেণীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায় ও সেই মূল তহবিলটি গড়ে তোলে যা থেকে আসে ভূমি-খাজনা, মুনাফা, পুঁজি সঞ্চয়, সংক্ষেপে অমেহনতী শ্রেণীগুলি যা ভোগ বা সঞ্চয় করে তেমন সমস্ত সম্পদ। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় যে, আজকের দিনের পুঁজিপতিদের ধনসংগ্রহের পথ হল ঠিক দাস-মালিকদের অথবা ভূমিদাস-শোষক সামন্ত প্রভুদের মতোই অন্যের অবৈতনিক শ্রম আত্মসাৎ করা এবং শোষণের এইসব বিভিন্ন রূপের পার্থক্য হল কেবল অবৈতনিক শ্রম আত্মসাৎ করার পদ্ধতি ও ধরনে। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় অধিকার ও ন্যায়, অধিকার ও কর্তব্যের সাম্য এবং স্বার্থের সাধারণ সামঞ্জস্য বর্তমান, মালিক শ্রেণীগুলির এইসব ভণ্ড বুলির শেষ যুক্তিও কিন্তু এতে দূর হয়ে গেল এবং আগের সব সমাজের মতো বর্তমানের বুর্জোয়া সমাজও এক ক্ষুদ্র, ক্রমহ্রাসমান সংখ্যালঘু অংশ দিয়ে

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

আ. বেবেল, ভ. লিব্‌ক্লেখ্‌ট, ভ. ব্রাকে সমীপে মার্কস ও এঙ্গেলস (৭৪)
('সার্কুলার পত্র')

অংশ

৩। জুরিখ-ত্রয়ীর ইশতেহার

ইতিমধ্যে হোখবের্গের *Jahrbuch* (৭৫) আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তাতে 'পশ্চাৎপ্রেক্ষিতে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধটি রয়েছে। হোখবের্গ নিজে আমাকে বলেছেন প্রবন্ধটি জুরিখ কমিশনের তিনজন সদস্যেরই* লেখা। তাই এটা হল তাঁদের এযাবৎকার আন্দোলনের প্রামাণ্য সমালোচনা এবং ঐসঙ্গে তাঁদের নিজেদের উপর যতখানি নির্ভর করে সেই পরিমাণে নতুন মুখপত্রের (৭৬) কর্মপন্থার প্রামাণ্য কর্মসূচিও বটে।

একেবারে শুরুতেই রয়েছে:

'যে আন্দোলনকে লাসাল প্রধানত রাজনৈতিক বলে মনে করতেন, যাতে যোগদানের জন্য শুধু শ্রমিকদের নয়, সমস্ত সৎ গণতন্ত্রীদেরও তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং **যার নেতৃত্বে থাকার কথা ছিল বিজ্ঞানের স্বাধীন প্রতিনিধিদের ও প্রকৃত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমস্ত লোকেদের**, সেই আন্দোলন ইয়োহান বাপ্টিস্ট শ্‌ভাইট্‌সারের নেতৃত্বে সংকুচিত হয়ে **শিল্প-শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থের একপেশে সংগ্রামে পরিণত হয়।**'

একথা ইতিহাসের দিক থেকে সঠিক কিনা অথবা কতখানি সঠিক সে বিচার আমি করব না। শ্‌ভাইট্‌সারকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে এইজন্য যে, এখানে যাকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক-মানবপ্রেমিক আন্দোলন বলে ধরা হয়েছে, সেই লাসালবাদকে তিনি শিল্প-শ্রমিকদের স্বার্থে একপেশে সংগ্রামে **সংকুচিত করেছেন**, যেখানে আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শিল্প-শ্রমিকদের

* হোখবের্গ, বার্নস্টাইন ও শ্রাম। — সম্পাঃ

ইস্তফা দিতে হবে। যদি এ কাজ তাঁরা না করেন, তাহলে তাতে করে তাঁরা স্বীকার করে নেবেন যে, পার্টির প্রলেতারীয় চরিত্রের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের পদাধিকারের সুযোগ নিতে চান। অতএব পার্টি যদি তাঁদের পদে অধিষ্ঠিত রাখে, তবে সে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, এই ভদ্রলোকদের মত অনুযায়ী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে একপেশে শ্রমিকদের পার্টি হলে চলবে **না,** তাকে 'প্রকৃত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমস্ত লোকেদের' সবপেশে পার্টি হতে হবে। সর্বোপরি প্রলেতারীয় অমার্জিত আবেগকে সরিয়ে ফেলে এবং 'সুরুচি চর্চা' ও 'সদাচার শেখার' জন্য নিজেকে শিক্ষিত, মানবপ্রেমিক বুর্জোয়াদের পরিচালনাধীনে এনে তাকে এর প্রমাণ দিতে হবে (পৃঃ ৮৫)। তখন কিছু নেতার 'অশোভন আচরণের' পরিবর্তে আসবে একান্ত ভদ্র 'বুর্জোয়া আচরণ'। (যেন এ নয় যে, এখানে যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের নিন্দা করার দিক থেকে বাহ্যিক অশোভন আচরণটা সবচেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার!)। তাহলে এসে যাবে

'শিক্ষিত ও সম্পত্তিবান শ্রেণীর মহল থেকেও **অসংখ্য অনুগামী**। কিন্তু আন্দোলনকে যদি **সুস্পষ্ট সাফল্য** লাভ করতে হয়, তাহলে... আগে **এঁদেরই** পক্ষে টেনে আনতে হবে।' জার্মান সমাজতন্ত্র **'জনসাধারণকে** টেনে আনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং করতে গিয়ে সমাজের তথাকথিত উঁচু মহলে জোরালো' (!) 'প্রচারকার্যে অবহেলা করেছে।' কারণ 'রাইখস্টাগে প্রতিনিধিত্ব করার মতো লোক এখনও পার্টির নেই।' তবে 'সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্পর্কে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল করার সময় ও সুযোগ আছে এমন লোকেদের উপরই ম্যাণ্ডেট অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়, এমন কি প্রয়োজন। সাধারণ শ্রমিক বা ছোটো কারিগরের পক্ষে... এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অবসর মেলে কেবল অতি বিরল ও ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে।'

অতএব, বুর্জোয়াদের নির্বাচিত কর!

সংক্ষেপে: নিজের জোরে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর নেই। এর জন্য তাকে 'শিক্ষিত ও সম্পত্তিবান' বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন হতে হবে, কিসে শ্রমিকদের কল্যাণ হয় সে-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার মতো 'সময় ও সুযোগ' কেবলমাত্র তাদেরই 'আছে'। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কোনক্রমেই লড়াই করা চলবে না, বরং জোরালো প্রচারকার্যের দ্বারা তাদের **পক্ষে টেনে আনতে** হবে।

বুর্জোয়াদের মনে যাতে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা না থাকে, তজ্জন্য তাদের কাছে স্পষ্টভাবে এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, লাল জুজু সত্যই জুজু মাত্র, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে অনিবার্য জীবনমরণ সংগ্রামের যে আতঙ্ক বুর্জোয়ার রয়েছে সেই আতঙ্ক ছাড়া এই লাল জুজু বস্তুটির রহস্য আর কী, আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতির আতঙ্ক ছাড়া আর কী? উঠিয়ে দাও শ্রেণী-সংগ্রাম, তাহলে বুর্জোয়া ও 'সমস্ত স্বাধীন লোক' 'প্রলেতারীয়দের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যেতে আর ভয় পাবে না'! তবে ঠকবে ঠিক ঐ প্রলেতারীয়রা।

অতএব, দীনতা ও হীনতা দ্বারা পার্টি প্রমাণ দিক যে, সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন প্রবর্তিত হয়েছে যে 'অবিমৃশ্যকারিতা ও অনাচারকে' উপলক্ষ করে, তাকে সে চিরদিনের মতো বর্জন করেছে। স্বেচ্ছায় সে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এই আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই সে কাজ করতে চায়, তখন নিশ্চয়ই বিসমার্ক ও বুর্জোয়ারা দয়া করে আইনটি তুলে নেবেন, কারণ আইনটি তখন হবে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যমাত্র!

'আমাদের কেউ যেন ভুল না বোঝেন', 'আমাদের পার্টি ও আমাদের কর্মসূচি' আমরা 'পরিত্যাগ করতে' চাই না, 'তবে একথা আমরা মনে করি যে, অধিকতর দূরপ্রসারী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার কথা চিন্তা করার আগে যে কয়েকটি আশু সম্ভাব্য লক্ষ্য আমাদের যে কোনো ক্ষেত্রেই লাভ করতেই হবে, সেইগুলির উপর যদি আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা নিয়োগ করি, তাহলে এখন থেকে বহুবছর পর্যন্ত আমাদের হাতে যথেষ্ট কাজ থাকবে।'

'অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী দাবিগুলি দেখে... বর্তমানে ভয় পেয়ে দূরে রয়েছে' যেসব বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিক, তারা তখন দলে দলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

কর্মসূচি **বর্জন করা** হবে না, **স্থগিত রাখা** হবে মাত্র... অনির্দিষ্ট কালের জন্য। এই কর্মসূচিকে গ্রহণ করা হচ্ছে, সত্যিই তো আর নিজের জন্য নয়, নিজের জীবদ্দশার জন্য নয়, মৃত্যুপরবর্তীকালের জন্য, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে হস্তান্তরিত উত্তরাধিকাররূপে। ইতিমধ্যে 'সমগ্র শক্তি ও ক্ষমতা' নিয়োগ করতে হবে যতসব তুচ্ছ বাজে ব্যাপারে এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে জোড়াতালি দেওয়ার কাজে, যাতে অন্তত একটা কিছু ঘটছে বলে মনে হয়, অথচ বুর্জোয়াও

দীনহীন নতিস্বীকার এবং শাস্তি ন্যায্য হয়েছে বলে কবুলতি। ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যক সমস্ত সংঘর্ষগুলিকে ভুল বোঝাবুঝি বলে ব্যাখ্যাদান এবং আসল ব্যাপারে আমরা সকলেই একমত, এই আশ্বাস দিয়ে সমস্ত আলোচনার পরিসমাপ্তি। ১৮৪৮ সালে যাঁরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বলে নিজেদের প্রচার করেছিলেন, আজ তাঁরা অনায়াসেই নিজেদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট বলে ঘোষণা করতে পারেন: প্রথমোক্তদের কাছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যেমন দুর্লভ সুদূরের বস্তু ছিল, শেষোক্তদের কাছে পুঁজিবাদের উচ্ছেদও ঠিক তেমনই, অতএব, বর্তমান রাজনীতিতে তার মোটেই কোনো গুরুত্ব নেই, যত খুশি আপোস, মীমাংসা ও জনহিতৈষা চালানো যায়। প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার। এই সংগ্রামকে কাগজপত্রে স্বীকার করা হচ্ছে, কারণ এর অস্তিত্ব আর অস্বীকার করার উপায় নেই; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একে চেপে যাওয়া হচ্ছে, জোলো করে দেওয়া হচ্ছে, পাতলা করে দেওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হওয়া **চলবে না**, বুর্জোয়াদের অথবা অন্য কারও ঘৃণা অর্জন করা তার চলবে না; তার কাজ হবে সর্বোপরি বুর্জোয়াদের মধ্যে জোরালো প্রচার চালানো। যে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি দেখে বুর্জোয়ারা ভয় পায় এবং যেগুলি হাজার হোক আমাদের জীবদ্দশায় তো আর লাভ করা যাবে না, সেগুলির উপর জোর না দিয়ে বরং জোর দেওয়া উচিত পেটি-বুর্জোয়া জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারের উপর, যা পুরাতন সমাজব্যবস্থার পেছনে নতুন ঠেকা দিয়ে হয়তো অন্তিম চূড়ান্ত বিপর্যয়কে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ অবলুপ্তির পদ্ধতিতে পরিণত করতে পারবে। এঁরা হলেন ঠিক সেই সব লোক যাঁরা কাজের তাড়ায় ডুবে থাকার ভাব দেখিয়ে শুধু নিজেরাই যে কিছু করছেন না তাই নয়, বাগাড়ম্বর ছাড়া আদৌ আর কিছু ঘটতে না দেবার জন্য চেষ্টিত; সেই একই লোক যে কোনো প্রকার সংগ্রামেই যাঁদের ভয়, ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালের আন্দোলনকে যাঁরা প্রতিপদে বাধা দেন ও শেষ পর্যন্ত তার পতন ঘটান; সেই একই লোক যাঁরা কখনো প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে দেখতে পান না এবং পরে হতচকিত হয়ে আবিষ্কার করেন যে, শেষ পর্যন্ত নিজেরাই এমন এক অন্ধ গলিতে আটকা পড়েছেন যেখান থেকে প্রতিরোধও সম্ভব নয়, পলায়নও সম্ভব নয়; সেই একই লোক যাঁরা নিজেদের

ততগুলিই মতবাদ। একটি ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা সৃষ্টির পরিবর্তে তাঁরা শুধু উৎকট বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা প্রায় একান্তভাবে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই। যেসব শিক্ষাদাতার প্রথম নীতি হচ্ছে, তাঁরা নিজে যা শেখেন নি তাই শেখানো, তাঁদের বাদ দিয়ে পার্টি ভালোই চলতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদি অন্যান্য শ্রেণী থেকে এই ধরনের লোক প্রলেতারীয় আন্দোলনে যোগদান করেন, তবে তার প্রথম শর্ত হবে এই যে, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া ইত্যাদি কুসংস্কারের অবশেষ তাঁরা সঙ্গে করে আনতে পারবেন না এবং মনে-প্রাণে তাঁদের প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু, দেখা গেল যে, এই ভদ্রলোকেরা বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া ভাবধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জার্মানির মতো পেটি-বুর্জোয়া দেশে এই ভাবধারাগুলির নিশ্চয়ই যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু সে কেবল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির **বাইরে।** নিজেদের নিয়ে একটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পেটি-বুর্জোয়া পার্টি গঠন করার সম্পূর্ণ অধিকার এই ভদ্রলোকদের আছে। তখন তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে, অবস্থা অনুযায়ী জোট গঠন করাও যেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে এঁরা হলেন ভেজাল বস্তু। যদি আপাতত তাঁদের বরদাস্ত করার কোনো কারণ থাকে, তবে কর্তব্য **শুধু** বরদাস্তই করা, পার্টি-নেতৃত্বে তাঁদের কোনো প্রভাব থাকতে না দেওয়া এবং অবহিত থাকা যে, একসময় তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবধারিত। তাছাড়া, সেই সময় মনে হয় এসে গেছে। এই প্রবন্ধের লেখকদের পার্টির অভ্যন্তরে থাকা পার্টি এখনও কী ভাবে সহ্য করে যেতে পারে সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু পার্টি-নেতৃত্বও যদি কমবেশি এই ধরনের লোকের হাতে পড়ে, তাহলে পার্টি সোজাসুজি নপুংসক হয়ে যাবে, তার প্রলেতারীয় পৌরুষ একেবারেই যাবে।

আমাদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের সমগ্র অতীত বিবেচনা করে আমাদের সম্মুখে একটি পথই খোলা রয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা এই বিষয়ে জোর দিয়ে আসছি যে, শ্রেণী-সংগ্রামই ইতিহাসের আশু চালিকাশক্তি এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রাম আধুনিক সমাজবিপ্লবের বিশাল চালক-দণ্ডস্বরূপ। অতএব, যাঁরা আন্দোলন থেকে এই শ্রেণী-সংগ্রামকে বর্জন করতে চান তাঁদের সঙ্গে

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

চিঠিপত্র

লণ্ডনে প. ল. লাভরোভ সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১২-১৭ নভেম্বর, ১৮৭৫

১) ডারউইনীয় মতবাদের **বিবর্তন তত্ত্ব** আমি স্বীকার করি, কিন্তু ডারউইনের প্রমাণের পদ্ধতিকে (জীবনের জন্য সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন) আমি নবাবিষ্কৃত এক তথ্যের শুধু প্রথম, অস্থায়ী, ত্রুটিপূর্ণ অভিব্যক্তি বলে মনে করি। যাঁরা এখন সর্বত্র অস্তিত্বের জন্য **সংগ্রাম** দেখতে পান ঠিক সেই ব্যক্তিরাই (ফগ্‌ট, ব্যুখনার, মলেশট প্রমুখ) ডারউইনের আগে পর্যন্ত জৈব প্রকৃতিতে **সহযোগিতার** উপরেই জোর দিতেন, জোর দিতেন এই ঘটনার উপরে যে, উদ্ভিদ-জগৎ প্রাণী-জগৎকে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে এবং বিপরীত দিকে প্রাণী-জগৎ উদ্ভিদকে সরবরাহ করে কারবনিক অ্যাসিড ও সার, এর উপরে বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন লিবিখ। দুটি মতই নির্দিষ্ট কিছু সীমার মধ্যে যৌক্তিক, কিন্তু একটি অপরটির মতোই একপেশে ও সংকীর্ণ-মনস্ক। প্রকৃতিতে বিভিন্ন পদার্থের — জড় তথা চেতন — পরস্পর-ক্রিয়ার মধ্যে আছে একাধারে সঙ্গতি ও সংঘর্ষ, সংগ্রাম ও সহযোগিতা। সুতরাং যখন কোনো স্বঘোষিত প্রকৃতিবিজ্ঞানী সমস্ত সম্পদ ও বৈচিত্র্য সহ সমগ্র ঐতিহাসিক বিকাশকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' — এই একপেশে ও সামান্য উক্তিতে পর্যবসিত করার স্বাধীনতা নেন, — যে উক্তি এমন কি প্রকৃতির ক্ষেত্রেও কিছুটা cum grano salis* স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে — তখন সেই পদ্ধতির মধ্যে বাস্তবিকই তার নিজস্ব দণ্ড থাকে।

২) যে তিনজন 'নিঃসংশয় ডারউইনপন্থীর'** কথা আপনি উল্লেখ

* আক্ষরিকভাবে: একটুখানি লবণ সহ; আলঙ্কারিকভাবে: নির্দিষ্ট শর্তে, বা কিছুটা সংশয় নিয়ে। — সম্পাঃ

** উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যেকার কথাগুলি লাভরোভের প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। — সম্পাঃ

তত্ত্বগুলিকেই আবার স্থানান্তরিত করে ফিরিয়ে আনা হয় জৈব প্রকৃতি থেকে ইতিহাসের মধ্যে, তারপর এখন দাবি করা হচ্ছে যে মানবসমাজের চিরন্তন নিয়ম হিসেবে এগুলির বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। এই পদ্ধতির বালখিল্যতা এতই স্বপ্রকাশ যে এ-সম্পর্কে একটি কথাও বলা দরকার নেই। কিন্তু আমি যদি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়টির মধ্যে প্রবেশ করতে চাইতাম তাহলে আমি সেটা করতাম প্রথমেই তাঁদের খারাপ **অর্থনীতিবিদ** হিসেবে এবং তারপরে দ্বিতীয়ত খারাপ প্রকৃতিবিদ ও দার্শনিক হিসেবে চিত্রিত করে।

৪) মানবসমাজ ও প্রাণী সমাজের মধ্যেকার আবশ্যিক পার্থক্য এইখানে যে প্রাণীরা বড়ো জোর **সংগ্রহ করে,** আর মানুষ **উৎপন্ন করে।** শুধু এই একটিমাত্র ও চরম গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যই প্রাণীসমাজের নিয়মকে মানবসমাজে স্থানান্তরিত করাকে অসম্ভব করে তোলে। আপনি যথার্থই মন্তব্য করেছেন, এর ফলে সম্ভব হয়,

> 'মানুষের পক্ষে শুধু অস্তিত্বের জন্যই নয়, বরং আনন্দপরিতোষের জন্য এবং **তার আনন্দ বাড়ানোর** জন্যও* সংগ্রাম করতে,... সর্বোচ্চ আনন্দের জন্য তার নিম্নতর আনন্দ পরিহারে প্রস্তুত থাকতে।'**

এ থেকে আপনার পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে আমার সূত্র থেকে অগ্রসর হয়ে আমি এই অনুমিতি করতে চাই: এক নির্দিষ্ট স্তরে মানুষের উৎপাদন এইভাবে এমন এক উচ্চ স্তর অর্জন করে যে, শুধু নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীই নয়, বিলাসসামগ্রীও উৎপন্ন হয়, যদিও একথা সত্যি যে, প্রথমে তা শুধু একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের জন্যই। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম — আমরা যদি এই বিষয়টি আপাতত বৈধ বলে স্বীকার করে নিই — এইভাবে রূপান্তরিত হয় সুখ পরিতৃপ্তির জন্য সংগ্রামে, আর নিছক **জীবনধারণের** উপায়ের জন্য নয়, বরং **বিকাশের** উপায়ের জন্য, **সামাজিকভাবে উৎপন্ন** বিকাশের উপায়ের জন্য, এবং এই স্তরে জীবজগৎ থেকে প্রাপ্ত বর্গগুলি আর প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু, এখন যেমন ঘটেছে, সেই রকম যদি উৎপাদনকর্ম তার পুঁজিবাদী

---

* বড়ো হরফ এঙ্গেলসের। — সম্পাঃ

** উদ্ধৃত অংশটি লাভরোভের প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। — সম্পাঃ

মতে সামাজিক সহজাত প্রকৃতিই ছিল বানর থেকে মানুষে বিবর্তনের অন্যতম অপরিহার্য হাতিয়ার। প্রথম দিকের মানুষ নিশ্চয়ই দলবদ্ধভাবে বাস করত এবং অতীতে আমরা যতদূর দৃষ্টিপাত করতে পারি, আমরা দেখতে পাই এটাই ছিল ঘটনা।

---

১৭ নভেম্বর

আবার আমার লেখায় বাধা পড়েছে, এখন আমি আবার এই কটি লাইন লিখতে শুরু করেছি আজকেই এগুলি পাঠিয়ে দেওয়ার চিন্তা নিয়ে। দেখতেই পাচ্ছেন, আমার মন্তব্যগুলি আপনার আক্রমণের ধরন, পদ্ধতি নিয়ে, তার সারবস্তু নিয়ে নয়। আশা করি আপনার কাছে তা যথেষ্ট প্রাঞ্জল বোধ হবে। আমি তাড়াহুড়ো করে লিখেছি এবং আরেকবার লেখাগুলি পড়ার পর অনেক কথা বদলাবার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, তাতে পাণ্ডুলিপিটি খুবই দুষ্পাঠ্য হয়ে পড়ত...

পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত
ফরাসী থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

হামবুর্গে ভিলহেল্ম ব্লস সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১০ নভেম্বর, ১৮৭৭

...আমি 'ক্রুদ্ধ হই নি' (হাইনের ভাষায়)* এবং এঙ্গেলসও নয় (৮২)। আমাদের কেউই জনপ্রিয়তার জন্য বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এর একটি প্রমাণ এই যে, যে কোনো প্রকার ব্যক্তিতন্ত্রে বিতৃষ্ণার দরুন আন্তর্জাতিকের অস্তিত্বকালে বিভিন্ন দেশ থেকে আমাকে যে অসংখ্য প্রশংসাসূচক উক্তি দিয়ে বিরক্ত করা হত, সেগুলিকে আমি কখনোই প্রচারের

---

* হাইনে, 'লিরিক্যাল ইণ্টারমেৎজো'। — সম্পাঃ

স্বাধীনতার দিকে যাবে। এই প্রক্রিয়া কিভাবে বিকাশ লাভ করবে তা বলা কঠিন। ভারত হয়তো, বস্তুতপক্ষে খুব সম্ভবত, বিপ্লব করবে, এবং যেহেতু আত্মমুক্তির প্রক্রিয়ায় প্রলেতারিয়েত কোনো ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালাতে পারে না, সেইহেতু সেই বিপ্লবকে তার পথে চলতে দিতে হবে; অবশ্য তা সব ধরনের ধ্বংস ব্যতিরেকে ঘটে যাবে না, কিন্তু সেধরনের জিনিস তো সব বিপ্লবের সঙ্গেই অচ্ছেদ্য। অন্যত্রও, যেমন আলজেরিয়া ও মিশরে একই জিনিস ঘটতে পারে, এবং **আমাদের পক্ষে** সেটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হবে। স্বদেশে আমাদের যথেষ্ট কাজ করার থাকবে। একবার ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার পুনর্বিন্যাস ঘটলে, সেটা এমন বিপুল শক্তি ও এমন দৃষ্টান্ত যোগাবে যে অর্ধ-সভ্য দেশগুলি নিজেরাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে; আর কিছু না হোক, অর্থনৈতিক প্রয়োজনই সে ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে পৌঁছবার আগে এই দেশগুলিকে তখন কোন্ সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সে-সম্পর্কে আমার মনে হয় আজ আমরা শুধু অলীক প্রকল্পই উপস্থিত করতে পারি। একমাত্র একটি জিনিসই সুনিশ্চিত: বিজয়ী প্রলেতারিয়েত নিজের জয়কে ক্ষুণ্ন না-করে কোনো বিদেশী জাতির উপরে জোর করে কোনো প্রকার কৃপাবর্ষণ করতে পারে না। অবশ্য এতে নানান ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ কোনো মতেই বাদ পড়ে না...

পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

ডেমোক্রাটিক নেতাদের দিক থেকে, *Die Neue Zeit*-এর প্রকাশক ডিট্স এবং সম্পাদক ক. কাউট্স্কির দিক থেকে — এ'রা কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, এবং তাতে তাঁকে সম্মতও হতে হয়েছিল। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নিচুতলার সদস্যরা এবং অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রীরা মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' অনুমোদন করেছিলেন এবং এটিকে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে এক উপযুক্ত নীতিগত দলিল বলে গণ্য করেছিলেন। 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনার' সঙ্গে এঙ্গেলস ব্রাকের কাছে লেখা মার্কসের ৫ মে, ১৮৭৫ তারিখের চিঠিটি প্রকাশ করেন, সেটি এই রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পৃঃ ৭

(৩) **গোথা কংগ্রেসের** অধিবেশন হয়েছিল ১৮৭৫ সালের ২২ থেকে ২৭ মে; সেখানে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ভিতরকার দুটি প্রবণতা — আগস্ট বেবেল ও ভিলহেল্ম লিব্‌ক্নেখ্‌টের নেতৃত্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি এবং লাসালপন্থী সাধারণ জার্মান শ্রমিক ইউনিয়ন — ঐক্যবদ্ধ হয়ে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি গঠন করে। এর ফলে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদের অবসান ঘটে। ঐক্যবদ্ধ পার্টির যে খসড়া কর্মসূচির কঠোর সমালোচনা মার্কস ও এঙ্গেলস করেছিলেন, কংগ্রেসে সেটি গৃহীত হয় নগণ্য কিছু সংশোধন সহ। পৃঃ ৭

(৪) **হালেতে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসের** অধিবেশন বসেছিল ১৮৯০ সালের ১২ থেকে ১৮ অক্টোবর। সেখানে একটি নতুন কর্মসূচির খসড়া তৈরি করার এবং এরফুর্টে পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসের তিন মাস আগে সেটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যাতে স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলিতে ও সংবাদপত্রে সেটি আলোচনা করা যায়। পৃঃ ৭

(৫) আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী জনগণের সমিতির **হেগ কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২। এতে যোগ দিয়েছিলেন ১৫টি জাতীয় সংগঠনের ৬৫ জন প্রতিনিধি, এ'দের মধ্যে ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস, তাঁরাই সমগ্র কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে সর্বপ্রকার পেটি-বুর্জোয়া সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের অনুগামীরা বহু বছর ধরে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা তুঙ্গে গিয়ে পেণছয় এই কংগ্রেসে। নৈরাজ্যবাদীদের সংকীর্ণতাবাদী কার্যকলাপ ধিক্কৃত হয় এবং তাদের নেতারা আন্তর্জাতিক থেকে বহিস্কৃত হন। হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। পৃঃ ৮

(১২) **ম্যালথাসবাদ** — পুঁজিবাদের আমলে মেহনতী মানুষের নিঃস্বভবনকে 'স্বাভাবিক', জনসংখ্যার পরম আইন রূপে বর্ণনা করার এক প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। ম্যালথাসবাদ এই নামকরণ হয় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ টি. আর. ম্যালথাসের নাম থেকে। ইনি ১৭৯৮ সালে 'An Essay on the Principle of Population' ('জনসংখ্যার নীতি বিষয়ে নিবন্ধ') নামক রচনায় দেখান যে, জনসংখ্যা যেন জ্যামিতিক প্রগতিতে (১, ২, ৪, ৮, ১৬...) বৃদ্ধি পায় আর জীবনধারণের উপকরণ বাড়ে পাটিগাণিতিক প্রগতিতে (১, ২, ৩, ৪, ৫...)।

ম্যালথাসবাদীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেয়, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদিকে হিতকর গণ্য করে, যা এদের মতে লোকসংখ্যার সঙ্গে জীবনোপকরণের সংগতি ঘটায়।

মার্কস ম্যালথাসবাদের অমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখান এবং প্রমাণ করেন যে, মনুষ্যসমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য জনসংখ্যাসূচক অখণ্ড কোনো আইন নেই, সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে জনসংখ্যার নিজস্ব আইন বর্তমান। পুঁজিবাদে মেহনতী মানুষের নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কারণ হল উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি, যার ফলে সৃষ্ট হয় বিপুল হারে বেকারি ও অন্যান্য সামাজিক দুর্বিপাক। মার্কস বলেন যে, উৎপাদনের কমিউনিস্ট পদ্ধতিতে উত্তরণের ফলে শ্রমের উৎপাদশীলতার পর্যায় এত উচ্চ হবে ও প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন এত বৃদ্ধি পাবে যে, এই ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণভাবে তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। পৃঃ ২৫

(১৩) *L'Atelier* ('কর্মশালা') — ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। এটি ছিল খ্রীষ্টান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কারিগর ও শ্রমিকদের মুখপত্র। পৃঃ ২৮

(১৪) ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩০

(১৫) *Kulturkampf* ('সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম') — গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্য অভিযানের পতাকাতলে বিসমার্কের সরকার যেসব সংস্কার-ব্যবস্থা রূপায়িত করেছিল, বুর্জোয়া উদারপন্থীরা তার এই নাম দিয়েছিলেন। অবশ্য আশীর দশকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সংহত করার উদ্দেশ্যে বিসমার্ক এইসব সংস্কারকর্মের অধিকতর অংশই বাতিল করে দিয়েছিলেন। পৃঃ ৩১

(১৬) মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' শীর্ষক রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বেবেলের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিতে (১৮৭৫ সালের ১৮ থেকে ২৮ মার্চের মধ্যে লিখিত) জার্মানির ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির

(২১) **শাইলক** — উইলিয়ম শেক্সপিয়রের 'ভেনিসীয় বণিক' নামক নাটকের একটি চরিত্র, লোভী নিষ্ঠুর কুসিদজীবী, ঋণ শোধে অসমর্থ তার অধমর্ণের শরীর থেকে শর্ত অনুযায়ী এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবার জন্য নাছোড়বান্দার মতো জিদ ধরে। পৃঃ ৪৩

(২২) ফেব্রুয়ারি ১৮৯১-তে যেসব সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্রে মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনার' প্রকাশ অনুমোদন করে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল এঙ্গেলস তাদের কথা উল্লেখ করছেন।

Arbeiter-Zeitung ('শ্রমিকদের সংবাদপত্র') — ১৮৮৯ সাল থেকে ভিয়েনায় প্রকাশিত অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মুখপত্র।

Sächsische Arbeiter-Zeitung ('স্যাক্সন শ্রমিকদের সংবাদপত্র') — ১৮৯০ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ড্রেসডেনে প্রকাশিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দৈনিক পত্রিকা; ১৮৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে এটি ছিল বিরোধী আধা-নৈরাজ্যবাদী 'তরুণদল' গোষ্ঠীর মুখপত্র।

Züricher Post ('জুরিখ ডাক') — ১৮৭৯ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত জুরিখে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। পৃঃ ৪৬

(২৩) *Die Neue Zeit* ('নবযুগ') — ১৮৮৩ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত স্টুট্‌গার্টে প্রকাশিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির তত্ত্বগত পত্রিকা। পৃঃ ৪৬

(২৪) হালেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে পার্টি কর্মসূচি সম্পর্কে লিব্‌ক্লেখ্‌ট একটি প্রতিবেদন পেশ করেন (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৬

(২৫) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে প্রবর্তন করা হয়েছিল ২১ অক্টোবর, ১৮৭৮ তারিখে। এই আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, শ্রমিকদের গণ-সংগঠন ও শ্রমিকদের পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়; এই আইনের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রচনাদি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উপরে নিপীড়ন চালানো হয়। শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনের চাপে আইনটি ১ অক্টোবর ১৮৯০ তারিখে বাতিল হয়। পৃঃ ৪৭

(২৬) ১৮৪৬-১৮৫৬ সালে কাউন্টেস সোফি হাট্‌সফেল্ড-এর বিবাহ-বিচ্ছেদের যে মামলাটি লাসাল চালিয়েছিলেন, এখানে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন এক অভিজাত পরিবারের একজন সদস্যের পক্ষ সমর্থনে এই মামলার তাৎপর্য তিনি অতিরঞ্জিত করেছিলেন তাকে নিপীড়িতের সপক্ষে সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে। পৃঃ ৪৭

(২৭) *Vorwärts. Berliner Volksblatt* ('আগে চল। বার্লিনের জনগণের পত্রিকা') —

(৩৩) কোপের্নিকাস যে গ্রন্থে তাঁর মহাবিশ্বের সূর্যকেন্দ্রী ব্যবস্থা বর্ণনা করেছিলেন, সেই 'গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন প্রসঙ্গে' গ্রন্থটির একটি কপি তিনি হাতে পান তাঁর মৃত্যুর দিন — ২৪ মে, ১৫৪৩ তারিখে। পৃঃ ৫৩

(৩৪) ১৮শ শতাব্দীতে রসায়নশাস্ত্রে প্রচলিত মত অনুযায়ী ফ্লজিস্টনকে মনে করা হত দাহ্য পদার্থগুলিতে বিদ্যমান বলে অনুমিত দাহ্যতার নীতি। এই তত্ত্বের অসারতা দেখিয়ে দেন বিশিষ্ট ফরাসী রসায়নবিজ্ঞানী লাভুয়াজিয়ে, তিনি দহন প্রক্রিয়ার সঠিক ব্যাখ্যা দেন অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থগুলির রাসায়নিক মিলন বলে। পৃঃ ৫৪

(৩৫) ১৭৫৫ সালে বেনামে প্রকাশিত কাণ্টের 'Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels' ('সাধারণ প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নভঃতত্ত্ব') রচনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই রচনায় কাণ্ট তাঁর সৃষ্টিরহস্য সংক্রান্ত প্রকল্প উপস্থিত করেন; এই প্রকল্প অনুযায়ী সৌর-জগতের উদ্ভব হয়েছে আদি নীহারিকাপুঞ্জ থেকে। লাপ্লাস সৌর-জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর প্রকল্প সর্বপ্রথম প্রতিপাদন করেন তাঁর 'Exposition du systeme du monde' ('মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা') গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে, খণ্ড ১-২, প্যারিস, ১৭৯৬। পৃঃ ৫৭

(৩৬) আইজাক নিউটন তাঁর 'Mathematical Principles of Natural Science', গ্রন্থ ৩, সাধারণ তত্ত্বে যে ধারণা প্রতিপাদন করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। হেগেল তাঁর 'দর্শন বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ', গ্রন্থের সংযোজনী-১-এ নিউটনের এই ধারণা উদ্ধৃত করতে গিয়ে লিখেছেন: 'নিউটন... পদার্থবিদ্যাকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তা যাতে অধিবিদ্যার মধ্যে গড়িয়ে না-পড়ে...' পৃঃ৫৮

(৩৭) Amphioxus — মাছের মতো একধরনের ছোট প্রাণী। এটি অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর মাঝামাঝি এক মধ্যবর্তী জীব, সমুদ্র ও মহাসাগরে জন্মায়।

Lepidosiren হল ফুসফুস-সম্পন্ন মাছ, যাদের ফুসফুস ও কানকুয়া দুইই আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় এ মাছ দেখা যায়। পৃঃ ৬১

(৩৮) Ceratodus — ফুসফুস ও কানকুয়া বিশিষ্ট একধরনের মাছ, অস্ট্রেলিয়ায় জন্মায়।

Archeopteryx — একধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম, পক্ষী-শ্রেণীর যে প্রাণীর একই সঙ্গে সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যও ছিল, তার অন্যতম প্রাচীন প্রতিনিধি। পৃঃ ৬১

(৩৯) **এরিয়াদ্‌নে** (Ariadne) — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় ক্রিটের রাজা মিনোসের

(৪৭) মূলত এই প্রবন্ধটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল 'দাসত্ববন্ধনের তিনটি প্রধান ধরন' শিরোনামে বিস্তৃততর এক রচনার ভূমিকা হিসেবে। কিন্তু সে প্রকল্প রূপায়িত হয় নি, এবং শেষ পর্যন্ত এঙ্গেলস তাঁর ভূমিকা অংশটি দেন 'বানর থেকে মানুষে উত্তরণে শ্রমের ভূমিকা' শিরোনামে। মানুষের ধাঁচের শরীর গঠনে এবং মানবসমাজ সৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমের হাতিয়ার উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করেছেন; এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে বানর কিভাবে গুণগতভাবে এক নতুন সত্তা — মানুষে রূপান্তরিত হল তা তিনি দেখিয়েছেন। প্রবন্ধটি খুব সম্ভবত জুন, ১৮৭৬-এ লিখিত। পৃঃ ৮৫

(৪৮) চার্লস ডারউইন, 'The Descent of Man and Selection in Relation to Sex', লণ্ডনে প্রকাশিত, ১৮৭১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৫

(৪৯) এখানে ১৮৭৩ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা বলা হচ্ছে। জার্মানিতে ১৮৭৩ সালের মে মাসে 'চরম বিপর্যয়ের' মধ্য দিয়ে এ বিপর্যয়ের সূত্রপাত; দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয়ের এটি ছিল কেবল সূচনা, এ বিপর্যয় ৭০-এর বছরগুলির শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

১৮৭৩ সালের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত 'সংবিধান আমলের' (জার্মান শব্দ 'Gründer' থেকে, যার অর্থ সংবিধান) পর্যায় শেষ হয়ে যায়; ১৮৭০-১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সমাপ্তির পর উদ্ভূত এই পর্যায়টি ছিল প্রচণ্ড কালোবাজারি আর ফাটকাবাজির কাল। পৃঃ ১০০

(৫০) *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe* ('রাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রশ্ন সংক্রান্ত রেনিশ সংবাদপত্র') — ১ জানুয়ারি, ১৮৪২ থেকে ৩১ মার্চ, ১৮৪৩ পর্যন্ত কলোনে দৈনিক প্রকাশিত। এপ্রিল, ১৮৪২ থেকে মার্কস এই পত্রিকায় লেখা দিতেন এবং অক্টোবর, ১৮৪২-এ এর অন্যতম সম্পাদক হন; এঙ্গেলসও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পৃঃ ১০২

(৫১) *Kölnische Zeitung* ('কলোন সংবাদপত্র') — জার্মান দৈনিক সংবাদপত্র, ১৮০২ সালে কলোনে এটি প্রকাশিত হতে শুরু করে; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়ে ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কালপর্বে এই পত্রিকায় প্রুশীয় উদারপন্থী বুর্জোয়াদের কাপুরুষোচিত ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতির প্রতিফলন ঘটে; ১৯শ শতাব্দীর শেষ দিকে পত্রিকাটি জাতীয়-উদারপন্থী পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিল। পৃঃ ১০২

(৫২) *Deutsch-Französische Jahrbücher* ('জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী') জার্মান ভাষায় মার্কস ও রুগের সম্পাদনায় প্যারিসে প্রকাশিত হয়েছিল। যে একটিমাত্র

Preußische Zeitung ('নয়া প্রুশীয় সংবাদপত্র')-কে এই নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ তার শিরোনামে লাণ্ডভের-এর প্রতীক—ক্রুশচিহ্ন ব্যবহার করা হত। পত্রিকাটি জুন, ১৮৪৮ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত বার্লিনে প্রকাশিত হয়েছিল, এটি ছিল রাজসভার প্রতিবিপ্লবী চক্র ও প্রুশীয় যুঙ্কারদের মুখপত্র। পৃঃ ১০৫

(৬০) রাজকীয় সংবিধানের **সমর্থনে ৩-৮ মে তারিখে ড্রেসডেনে** এবং **মে-জুলাই, ১৮৪৯-এ দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানিতে** যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল এখানে সেই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ২৮ মার্চ, ১৮৪৯ তারিখে ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় সভায় এই সংবিধান গৃহীত হয়, কিন্তু কতকগুলি জার্মান রাজ্য তা প্রত্যাখ্যান করে। এই সব অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন, যার ফলে ১৮৪৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সেগুলি চূর্ণ হয়ে যায়। পৃঃ ১০৬

(৬১) **১৩ জুন, ১৮৪৯ তারিখে** 'পর্বত' পেটি-বুর্জোয়া পার্টি বিপ্লব দমনের জন্য ইতালিতে ফরাসী সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ মিছিল সংগঠিত করে। ফৌজ মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। 'পর্বত'এর বহু নেতা গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হন, অথবা ফ্রান্স থেকে দেশান্তরী হয়ে যেতে বাধ্য হন। পৃঃ ১০৬

(৬২) *Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue* ('নয়া রেনিশ সংবাদপত্র। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা')—পত্রিকা, মার্কস ও এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট লীগের তত্ত্বগত মুখপত্র, ডিসেম্বর, ১৮৪৯ থেকে নভেম্বর, ১৮৫০ পর্যন্ত প্রকাশিত; মোট ছটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। পৃঃ ১০৬

(৬৩) এখানে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার কথা বলা হচ্ছে, যখন লুই বোনাপার্ট তৃতীয় নেপোলিয়ন নাম নিয়ে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। পৃঃ ১০৬

(৬৪) কলোন কমিউনিস্ট বিচার (৪ অক্টোবর—১২ নভেম্বর, ১৮৫২)—প্রুশীয় সরকার-কর্তৃক কমিউনিস্ট লীগের ১১ জন সদস্যের সাজানো বিচার। জাল দলিলপত্র ও মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দেশদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্তদের মধ্যে সাত জনকে তিন থেকে ছ'বছর পর্যন্ত মেয়াদে একটি দুর্গে বন্দী রাখার দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। পৃঃ ১০৭

(৬৫) *New-York Daily Tribune*—১৮৪১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংবাদপত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস আগস্ট, ১৮৫১ থেকে মার্চ, ১৮৬২ পর্যন্ত এতে লিখেছেন। পৃঃ ১০৭

(৬৬) **আমেরিকান গৃহযুদ্ধ** (১৮৬১-১৮৬৫) চলেছিল উত্তরের শিল্পোন্নত রাজ্যগুলি

(৭২) ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৮

(৭৩) ৪৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১১২

(৭৪) **সার্কুলার পত্রটি** লেখা হয়েছিল ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ তারিখে, আগস্ট বেবেলকে সম্বোধন করে, কিন্তু সেটি ছিল একটি পার্টি-দলিলের ধরনে এবং জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির গোটা নেতৃত্বের পড়বার জন্য। বর্তমান খণ্ডে আছে চিঠিটির তৃতীয় অংশ, তাতে হোখবের্গ, বার্নস্টাইন ও শ্রাম-এর আত্মসমর্পণমূলক চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে; পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের এই নেতারা ১৮৭৯ সালে খোলাখুলি সুবিধাবাদ প্রচার করেন।

চিঠিতে মার্কস ও এঙ্গেলস এই সুবিধাবাদের শ্রেণীগত, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মূলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের তরফ থেকে তার প্রতি আপোসমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন প্রবর্তনের পর পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদী দোদুল্যমানতার তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁরা। এই সমালোচনা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতাদের পার্টির ভিতরকার পরিস্থিতি উন্নত করতে সাহায্য করেছিল, সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের সময়ে, পার্টির উপরে যখন সর্বপ্রকার নিগ্রহ চলেছিল পার্টি তখন সক্ষম হয়েছিল তার কর্মিবাহিনীকে সুসংহত করতে, তার সংগঠন নতুন করে গড়ে তুলতে এবং কাজকর্মের বৈধ ও অবৈধ ধরনকে মিলিয়ে জনসাধারণের কাছে পেঁছিবার ঠিক পথ খুঁজে বার করতে। পৃঃ ১১৬

(৭৫) *Jahrbuch für Sozialwissenshaft und Sozialpolitik* ('সমাজ বিজ্ঞান ও সামাজিক রাজনীতির বর্ষপঞ্জী')-র প্রসঙ্গোল্লেখ করা হয়েছে। এটি হল জুরিখে ১৮৭৯-১৮৮১ পর্যন্ত কার্ল হোখবের্গ (লুডভিগ রিখটার ছদ্মনামে)-কর্তৃক প্রকাশিত সামাজিক-সংস্কারপন্থী পত্রিকা। তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ১১৬

(৭৬) জুরিখে একটি পার্টি-মুখপত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিল; এখানে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১১৬

(৭৭) এখানে ১৮ মার্চের বার্লিন অবরোধের কথা বলা হচ্ছে (৫৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১১৯

(৭৮) অক্টোবর, ১৮৭৮-এ জার্মান রাইখস্টাগে যে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন গৃহীত হয়, সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে (২৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১২১

নামের সূচি

অ

আ

ই

এ

ক

জ

ট

ড